NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ দুর্গোৎসব: হিন্দুর নাকি বাঙালির?

৩ স্পিনারে অজি বধের পরিকল্পনা ৮

কলকাতা ৮ অক্টোবর ২০২৩ ২০ আশ্বিন ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১১৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 8.10.2023, Vol.17, Issue No. 119, 8 Pages, Price 3.00

আজকের খেলা

ভারত

অস্ট্রেলিয়া

স্থান চেন্নাই

সময় দুপুর ২.০০

৩য় দিনে ধর্না মঞ্চ থেকে সুকান্তর ফোন নম্বর বিলি

ফোন করে টাকা আদায়ের নিদান অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০০ দিনের টাকা এনেই ছাড়বেন, এমন হুঙ্কার দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার বকেয়া টাকা আদায়ে নতুন পথ নিল তৃণমূলের। রাজভবনের সামনে ধর্নামঞ্চ থেকে বিলি করা হল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ফোন নম্বর। নম্বর বিলি করলেন তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরামর্শ দিলেন, যাঁরা টাকা পাবেন, তাঁরা এই নম্বরে ফোন করে ভালভাবে নিজেদের দাবি জানান।

এদিন ধর্নামঞ্চ থেকে একটি অডিও রেকর্ডিং শোনান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সুকান্তকে বলতে শোনা যাচ্ছে, '২ হাজার কোটি টাকা পড়ে আছে। ওনাকে কিছু করতে হবে না। সুকান্ত মজুমদার একটা ফোন করে দেবে, সব টাকা চলে আসবে চিন্তার কিছু নেই।' এরপরই অভিষেক বলেন, 'সুকান্ত মজুমদার বললেন ২ হাজার কোটি টাকা ওঁর এক ফোনে চলে আসবে। সকলে তো শুনলেন। নিজেই সাংবাদিকদের সামনে বিবৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন উনি ফোন করলেই টাকা চলে আসবে।'

অভিষেক বলেন, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু বিজেপিতে গিয়েছিলেন, তাই সুকান্ত মজুমদারের ফোন নম্বর আছে কি না জানতে চান। অভিষেকের কথায়, 'আমি রাজীবদাকে বলি নম্বরটা লোককে জানাও। যে ২০ লক্ষ শ্রমিকের টাকা আটকে রেখেছে, তাঁদের নম্বরটা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানাবেন।' অভিষেকের এই ঘোষণা শুনেই দেখা যায় একটি কাগজ হাতে এগিয়ে আসছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'টি ফোন নম্বর দিয়ে রাজীব বলেন, যদি ফোনে না পান, যদিও এই নম্বরগুলো এখন আর বিজেপির রাজ্য সভাপতি ব্যবহার না করেন, তাহলে তাঁর উচিত এগিয়ে এসে নিজের নম্বর দিয়ে দেওয়া। যদিও এ নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'রাজ্যটা আপনারা চালাচ্ছেন। আপনাদের কর্মীদের জন্য হলেও নিজের নম্বরটা পাবলিক করুন।'

তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরবেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, যত দিন না রাজ্যপাল কলকাতায় ফিরছেন, তিনি ধর্না তুলবেন না। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের শহরে ফেরার ব্যাপারে সামান্য হলেও আভাস পাওয়া গেল শনিবার। বোসের প্রস্তাব মতো দার্জিলিঙের রাজভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তৃণমূলের তিন প্রতিনিধি। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র। বোসের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে সাংবাদিকদের কল্যাণ জানান, রাজ্যপাল তাঁদের বলেছেন, খুব তাড়াতাড়ি তিনি কলকাতায় ফিরবেন। তবে নির্দিষ্ট করে কোনও তারিখের কথা কল্যাণদের তিনি জানাননি। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণ বলেন, 'রাজ্যপালের সঙ্গে যা আলোচনা হয়েছে, তা থেকে দু'টি নির্যাস উঠে এসেছে। এক, তিনি খুব তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরবেন। দুই, তিনি বলেছেন, বাংলার পাওনা নিয়ে তাঁর যা কথা বলার তিনি বলবেন। কিন্তু এর মধ্যে যদি কোনও রাজনৈতিক বাধা থাকে, তা হলে তিনি কিছু করতে পারবেন না।' তৃণমূলের প্রতিনিধিদের দাবি, রাজ্যপাল তাঁদের বলেছেন, সমগ্র বিষয়টি নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলবেন।

কেন্দ্রীয় ত্রাণে বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ! দিল্লিকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: হড়পা বানে বিধ্বস্ত সিকিম। বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলাও। তবু কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা মেলেনি। সোশাল মিডিয়ায় এমনই অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যা। দিল্লির বিরুদ্ধে তোপ দেগে লিখলেন, 'আমরা ভিখারি নই। তবে বিভেদ মানব না।' বিপর্যয়ের পর প্রধানমন্ত্রী সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেন। সিকিমকে আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তার পরই শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ফান্ড (সিডিআরএফ) থেকে সিকিমকে ৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সেই একই ফান্ড থেকে কেন্দ্র বাংলার জন্য কেন বরাদ্দ মঞ্জুর করল না, উঠছে সেই প্রশ্নও। টাকা তো দূর অস্ত, শাহর মন্ত্রকের তরফে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রধানমন্ত্রী সিকিমের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশে রয়েছেন বলে উল্লেখ করা হলেও দীর্ঘ বিবৃতিতে বাংলার নাম একবারও উল্লেখই করা হয়নি। এর পরই শনিবার ফেসবুকে দীর্ঘ বিবৃতি দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সিকিমের পাশাপাশি বাংলার দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'চিকেনস নেক' এলাকার প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় বহু মানুষ আটকে পড়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাতদিন জেগে মুখ্যমন্ত্রী-সহ প্রশাসনিক কর্তারা কাজ করছেন। সিকিমের পাশেও দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে লড়াই। ক্ষতি সামাল দিতে জিটিএকে ইতিমধ্যে ২৪ কোটি টাকা দিয়েছে রাজ্য। তবু কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে এক টাকাও আর্থিক সহায়তার ঘোষণা হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'দার্জিলিং, কালিম্পং-সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রাণহানি হয়েছে। সেখানকার মানুষের সঙ্গে কেন্দ্রের এই বিভেদমূলক আচরণে আমি হতবাক। আমরা ভিখারি নই। তবে বিপর্যয় মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সহায়তায় সাম্য চাই। বিভেদমূলক এই আচরণ চাই না।'

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃত ১৪

কাবুল, ৭ অক্টোবর: জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। উত্তর-পশ্চিমের হিরাট প্রদেশ এবং সংলগ্ন এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পে বাড়ি ভেঙে, দেওয়াল চাপা পড়ে কমপক্ষে ১৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। জখম হয়েছেন ৭৮ জন। তবে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু হলে হতাহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আমেরিকার ভূতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছে, মূল ভূমিকম্পটির উৎসস্থল ছিল হিরাট থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরের একটি জায়গায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.৩।

আমি পালিয়ে যাইনি, কলকাতায় বসতে রাজি তৃণমূলের সঙ্গে: নিরঞ্জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে এসে তৃণমূলের সঙ্গে যেখানে খুশি বসে কথা বলার প্রস্তাব দিলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি। শনিবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'আমি সব তথ্য নিয়ে এসেছি। কলকাতার যেখানে খুশি বসে তৃণমূলের সঙ্গে কথা বলতে পারি। দরকারে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরেও বৈঠক হতে পারে। কিন্তু তৃণমূল বসবে না। ওরা কথা বলতে চায় না। ওরা নাটক চালিয়ে যেতে চায়।' সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দাবি করেন, গত মঙ্গলবার কৃষি ভবন থেকে তিনি পালিয়ে যাননি। তৃণমূলের জন্য আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তৃণমূল কথাই বলতে চায়নি। বদলে নাটক করেছে।

শনিবার সকাল কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ বিজেপি দপ্তরে পৌঁছন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সাংবাদিক বৈঠকে তথ্য দিয়ে গিরিরাজ সিংয়ের ডেপুটি দাবি করেন, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ সালে পর পর কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক চিঠি দিয়েছিল রাজ্য সরকারকে। সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান-সহ বিভিন্ন জেলায় ১০০ দিনের কাজে অনিয়ম হচ্ছে। আপনারা ব্যবস্থা নিন। কিন্তু রাজ্য সরকার নির্বিকার থেকেছে। সেই সঙ্গে নিরঞ্জন এ-ও বলেন, '২০০৫ সালের যে রেগার আইন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার রয়েছে টাকা আটকানোর। বেআইনি কিচ্ছু হয়নি।'

তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র অভিযোগ করেছিলেন, গত মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রতিনিধিদের আড়াই ঘণ্টা কৃষি ভবনে বসিয়ে রেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। মন্ত্রী শনিবারের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'মহুয়া অসত্য কথা বলছেন। আমি প্রতি দিন কৃষি ভবনের ৪ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকি এবং বার হই। সে দিনও তা-ই করেছিলাম। পিছনের কোনও দরজাই তো নেই।' তৃণমূল যাঁদের 'বঞ্চিত' হিসাবে দেখাতে চাইছেন, তাঁদের সরাসরি রাজ্যের শাসকদলের লোক বলে তোপ দাগলেন মন্ত্রী নিরঞ্জন।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি করেন, ইউপিএ সরকারের ন'বছরে ১০০ দিনের কাজে বাংলা পেয়েছিল ১৮ হাজার কোটি টাকা। নরেন্দ্র মোদির শাসনের ন'বছরে বাংলা পেয়েছে ৫৪ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, 'বাংলার সঙ্গে যদি কেন্দ্রীয় সরকার সেই মানসিকতা নিয়ে চলত, তা হলে কি এত টাকা রাজ্যে আসত?'

এশিয়ান গেমসে ভারতের ১০৭ পদক, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

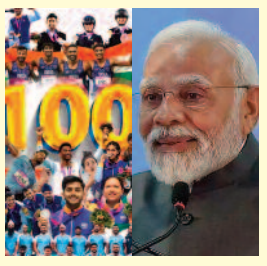

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: শনিবারের সকালে এশিয়ান গেমস-এ পদকের সেঞ্চুরি করে ফেলল ভারত। সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ভারতের ঘরে এল মোট ১০৭টি পদক। এই সাফল্যে পদকজয়ীদের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স মাধ্যমে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার সকালে ভারতের মেয়েদের কবাডি টিম সোনা জেতে। আর এটাই এবারের এশিয়াডে ভারতের ১০০ তম পদক। এই জয়ের পরই প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'সব খেলোয়াড়দের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁদের পরিশ্রমই ভারতকে এই ঐতিহাসিক মাইল ফলকে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, আগামী ১০ অক্টোবর ওই বিজয়ী অ্যাথলিটদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। এবার এশিয়াডে ভারতে এসেছে মোট ২৫টি সোনা, ৩৫টি রুপো ও ৪০টি ব্রোঞ্জ পদক। শনিবার আর্চারিতেও সোনা পেয়েছে ভারত।

সিকিমে পুরোদমে চলছে উদ্ধারকাজ, এখনও পর্যন্ত ৫৬ জনের দেহ উদ্ধার

গ্যাংটক, ৭ অক্টোবর: সিকিমে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় পুরোদমে চলছে উদ্ধারকাজ। শনিবার সিকিম প্রশাসনের তরফে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ৫৬ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে উদ্ধারকাজ এগোলে এই সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মূলত তিস্তা নদীর পাড় থেকেই একের পর এক দেহ উদ্ধার হচ্ছে। সিকিম থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৬ জনের দেহ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩০ জনের দেহ। সেনা জওয়ান-সহ এখনও ১৪২ জনের কোনও খোঁজ নেই।

সিকিম প্রশাসন জানিয়েছে, মংগন জেলা থেকে ৪, গ্যাংটক থেকে ৬, পাকিয়ং থেকে ১৬ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে সাত জওয়ানের দেহ। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার থেকে মোট ৩০ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে।

উত্তর সিকিমের মংগন জেলার চিন সীমান্ত সংলগ্ন ওই জনপদের রাস্তা, ঘরবাড়ির নাম-নিশানা যে মুছে দিয়েছে মঙ্গলবার রাতের বিধ্বংসী হড়পা বান। যতদূর চোখ যাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে নতুন করে তিস্তার চর জেগেছে। কোথায় বালি-পাথর ফুঁড়ে উঁকি দিচ্ছে টিনের চালের অংশ বিশেষ। আবার কোথাও বাস অথবা ট্রাকের উপরের সামান্য অংশ। সেখান দিয়ে এখনও বইছে জলের স্রোত। ওই বালি-পাথর টপকে কেউ এগিয়ে যাবে উপায় নেই। কারণ, এলাকা জুড়ে ছড়িয়েছে চোরাবালির মরণফাঁদ। সিকিম প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, মংগন জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চুংথাং শহর। সেখানে আশি শতাংশ পরিকাঠামো ধ্বংস হয়েছে। বাকি অংশের বাসিন্দারা কেমন আছেন, কেউ জানে না।

জানা গিয়েছে, হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সিকিমের অন্তত ২৫ হাজার মানুষ, ১২০০ টি ঘর ভেসে গিয়েছে, ভেঙে গিয়েছে ১৩টি সেতু, রাস্তাও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত। ফলে কবে সিকিম এই ক্ষত সারিয়ে উঠতে পারবে, তা বলা কঠিন। এখনও পর্যন্ত ২৪১৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ২২ টি ত্রাণ শিবিরে ৬৮৭৫ জন আশ্রয় নিয়েছেন। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং মৃতের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

এখনও নিখোঁজ শতাধিক

ইজরায়েলের জনাকীর্ণ বসতিতে হামাসের ৫ হাজার রকেট হামলা

যুদ্ধে জেতার হুংকার দিলেন নেতানিয়াহু

জেরুজালেম, ৭ অক্টোবর: যুদ্ধ ঘোষণার পরেই শুরু হয়ে গেল পুরদস্তুর লড়াই। শনিবার দুপুরে ইজরায়েল সরকার যুদ্ধ পরিস্থিতি ঘোষণার পরেই গাজা ভূখণ্ডের প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের একাধিক ঠিকানায় শুরু হয়েছে বিমান হামলা। জবাব দিয়েছে হামাসও। গাজার সীমানা পেরিয়ে কয়েকশো প্যালেস্তিনীয় যোদ্ধা শনিবার ঢুকে পড়েছে ইজরায়েলের ভূখণ্ডে। পাশাপাশি, নতুন করে ৫ হাজার রকেট হামলা চালানো হয়েছে। এই যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝেই ভারতীয় দূতাবাসের তরফে ইজরায়েলে বসবাসকারী ভারতীয়দের সতর্ক থাকতে ও সমস্ত সুরক্ষা প্রোটোকল মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত হামাসের হামলায় ২২ জন সাধারণ ইজরায়েলি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এবং অন্তত ৫৫০ জন আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু হামাসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সামরিক অভিযানের ঘোষণা করে বলেছেন, 'যুদ্ধে আমরাই জিতব।' চলতি বছরের গোড়া থেকেই হামাস এবং আর একটি প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী 'প্যালেস্তাইন ইসলামিক জিহাদ' (পিআইজে)-এর সঙ্গে ধারাবাহিক সংঘর্ষ চলছে ইজরায়েলি সেনার। সে সময় থেকেই প্রবেশপথগুলি বন্ধ করে গাজাকে কার্যত অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ইজরায়েল সেনার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলায় বহু সাধারণ মানুষের মৃত্যুও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার গভীর রাত থেকে প্রত্যাঘাত শুরু করে হামাস বাহিনী। ২০ মিনিটের মধ্যে ইজরায়েলি বসতি লক্ষ্য করে অন্তত ৫,০০০ রকেট ছোড়ে তারা। এতে বেশ কয়েক জন নিহত হন বলে নেতানিয়াহু সরকারের অভিযোগ। এর পর শনিবার সকালে গাজার সীমানা ছাড়িয়ে ইজরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে হামলা চালিয়েছেন প্যালেস্তিনীয় যোদ্ধারা। যা সাম্প্রতিককালে নজিরবিহীন। হামাসের হামলার জবাব দিতে শনিবার 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' ঘোষণা করে নেতানিয়াহু সরকার। এর পরেই শুরু হয় গাজায় হামাসের ঠিকানাগুলিতে বিমানহানা। বৃহস্পতিবারই সিরিয়ার সেনা প্রশিক্ষণ শিবিরে ভয়াবহ ড্রোন হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক মানুষ। আহত দুশোরও বেশি। এই ড্রোন হামলাকে 'নজিরবিহীন অপরাধ' বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সিরিয়ার সেনাবাহিনী। সিরিয়ার সরকারি সংবাদমাধ্যম সানা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিকেলে সিরিয়ার হোমস শহরের সেনা প্রশিক্ষণ শিবিরে ড্রোন হামলা হয়। ঘটনার সময়ে ওই সেনা অ্যাকাডেমিতে সদ্য প্রশিক্ষণ শেষ করা ক্যাডেটদের অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে উচ্চপদস্থ সেনাকর্তা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও হাজির ছিলেন। তাঁদের অনেকেই এই হামলায় নিহত হয়েছেন। রক্ষা পায়নি শিশুরাও। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানায়, হামলায় নিহতের সংখ্যা কমপক্ষে ১০০। আহত দুশোরও বেশি।

পাশে থাকার বার্তা মর্মাহত মোদির

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: প্যালেস্তাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস গাজা থেকে ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে মিনিট কুড়ির মধ্যে ছুড়ল ৫ হাজার রকেট! এর পরই জঙ্গি গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইজরায়েল সরকার। এই পরিস্থিতিতে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানালেন, ইজরায়েলের উপরে যেভাবে জঙ্গি হামলা হয়েছে তাতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত। মোদিকে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'ইজরায়েলে হওয়া জঙ্গি হামলায় অত্যন্ত মর্মাহত। নিরীহ আক্রান্ত ও তাঁদের পরিবারের পাশে রয়েছে আমাদের প্রার্থনা ও কামনা। এই কঠিন সময়ে আমরা ইজরায়েলের পাশে দাঁড়াচ্ছি।'

রাজ্যের বকেয়া পাওনা দ্রুত মেটানোর দাবি মন্ত্রী চন্দ্রিমার

৫২ তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৫২ তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে মনরেগা প্রকল্প -সহ রাজ্যের বকেয়া পাওনা দ্রুত মেটানোর দাবি জানিয়েছেন। শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সভাপতিত্বে নতুন দিল্লিতে আজ জিএসটি কাউন্সিলের ৫২ তম বৈঠক বসে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে তিনি জানান, অর্থ মন্ত্রক মঞ্জুর করার পরেও সেই টাকা দেওয়া হয়নি।

শনিবার এদিনের বৈঠকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। জিএসটি ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের মেয়াদ যথাক্রমে সর্বোচ্চ ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত হবে। এর পাশাপাশি মিলেটের জিএসটি হার কমানোরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী সীতারমন এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

এদিনের বৈঠকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, আমি জানি এই বিষয়টা এখানে তোলার নয়। তবুও আমরা বাংলার পক্ষ থেকে সব সময় করের হার বৃদ্ধিতে অবদান রাখার চেষ্টা করেছি। তাই দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আমরা সেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাংলার তরফে। আমরা সব সময়েই মানুষের পক্ষে, জন দরদি এবং কেন্দ্রীয় সরকারও জন দরদি। তবে আপনি মনরেগা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা অনুমোদন করেছিলেন। তারপরেও মনরেগায় এক তৃতীয়াংশ জব কার্ড উপভোক্তা যারা মহিলা গত ২ বছরে কাজ করার পরেও তাঁদের মজুরি মেটানো যায়নি। একই পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ক্ষেত্রেও। টাকা অনুমোদন করেছিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক। তারপরেও সেই টাকা পায়নি বাংলা। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে উদ্দেশ্য করে চন্দ্রিমা বলেন, 'আপনার মধ্যে ধৈর্য্য দেখেছি এবং আমার বিশ্বাস আপনি বিষয়টি দেখছেন। আমার বিশ্বাস আপনি বাংলার সমস্যাটি দেখবেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে যে নির্দেশ দেওয়ার সেটা দেবেন।' চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'তারা তাদের কাজ করেছে, তাদের যা করার দরকার ছিল, তারা তা করেছে। কিন্তু তাদের বকেয়া পরিশোধ করা হয়নি। তারা আজ বঞ্চিত।'

বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী বলেন, জিএসটি কাউন্সিল মোটা শস্য অর্থাৎ বাজরার ওপর জিএসটি নিয়ে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি বাজরা খোলা অবস্থায় বিক্রি করা হয় তাহলে তার উপর কোন জিএসটি লাগবে না। কিন্তু প্যাকেজ করা এবং লেবেলযুক্ত বাজরার উপরে ৫ শতাংশ জিএসটি ধার্য করা হবে।

পরিবেশবান্ধব বাজির দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার আগে চলছে কঠোর পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে একের পর এক বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর কড়া মনোভাব নিয়েছে নবান্ন। চিরাচরিত বাজি বিক্রি ছাড়াও পরিবেশ বান্ধব বাজি বিক্রিতেও কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে নবান্ন। অনুমতির আগে বাজি বিক্রির নির্দেশিকা মানা হচ্ছে কি না তার ওপরও নজরদারি রয়েছে। ফলে স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিবেশবান্ধব বাজির দোকান তৈরির লাইসেন্স দেওয়ার আগে চলছে কঠোর পরীক্ষা।

এইরকম দোকান তৈরির লাইসেন্স চেয়ে ১,৩৭২টি আবেদন জমা পড়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে নবান্নের খোলা পোর্টালে এই লাইসেন্স দেওয়া শুরু হয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত প্রায় ৮৮৪টি লাইসেন্স দেওয়া হয়ে গিয়েছে বলে বাজি ব্যবসায়ী সংগঠন সূত্রের খবর। আরও ১২০০ আবেদন এখনও বাকি। যার মধ্যে ৯২টি আবেদন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। পুরোনো লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের জন্য আবেদন করেও লাইসেন্স বাতিল পড়েছে ৮টি দোকানের। প্রতিটি আবেদনে জয়েন্ট ইন্সপেকশন করে স্থায়ী ও অস্থায়ী লাইসেন্স দিতে বলা হয়েছে। ৭১২টি আবেদন জয়েন্ট ইন্সপেকশনে পাঠানো হয়েছে। ১১৬টি আবেদন তথ্য অসম্পূর্ণ থাকার জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছে।

প্রবাসীদের দুর্গাপুজোকেও শারদ সম্মান দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার রাজ্যের পাশাপাশি এবার প্রবাসীদের দুর্গাপুজোকেও শারদ সম্মান দেবে। এজন্য আবেদন নেওয়া হবে অনলাইনেই। শনিবার নন্দনে এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন একথা ঘোষণা করেন। আগামী ১৪ তারিখ পর্যন্ত অনলাইন এবং অফলাইনে আবেদনের ফর্ম মিলবে। রাজ্য সরকারের পোর্টাল- www.egiyebangla.gov.in/ www/wb.gov.in/https-/bbss.gov.in এ আবেদন করা যাবে। ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা ও তার আশপাশের পুজোগুলি কলকাতা তথ্যকেন্দ্র থেকে আবেদনপত্র জমা করতে পারবে। জেলাপুজোগুলি জেলা অথবা মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতির মহকুমা আধিকারিকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবে।

একাধিক বিভাগে বেছে নেওয়া হবে সেরা পুজোগুলিকে। এর মধ্যে রয়েছে-সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ, সেরা ভাবনা, সেরা আলোকসজ্জা, সেরা পরিবেশবান্ধব, সেরা সাবেকি, সেরা সমাজচেতনার পুজো, সেরা অন্য ভাবনা, বিশেষ পুরস্কার, সেরা ঢাকেশ্রী, সেরা বিশ্ববাংলা ব্র্যান্ডিং এবং সেরার সেরা। কলকাতা, দক্ষিণ দমদম পুরসভা, বিধাননগর ও বরানগর পুরসভার পুজোগুলি এই বিভাগের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। এছাড়া ২২ জেলার পুজোগুলির জন্য রয়েছে সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ, সেরা ভাবনা, সেরা সমাজচেতনা বিভাগে পুরস্কার। রাজ্যের বাইরে ও বিদেশের পুজোগুলিও বিশ্ব বাংলা সারদ সম্মান ২০২৩- প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।এবার বিদেশের সেরা পুজোগুলিকেও 'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান ২০২৩' পুরস্কৃত করা হবে।

২০১৩ সাল থেকে শহর কলকাতা ও জেলার সেরা পুজোগুলিকে সম্মানিত করে রাজ্য সরকার। দেওয়া হয় 'বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান'। তবে তারা অনলাইনে আবেদন জানাবে। মহাষষ্ঠীর দিন ঘোষিত হবে বিজয়ীদের নামের তালিকা।

বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনে পুরনো বিনিয়োগের অবস্থানও তুলে ধরতে চায় রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আসন্ন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের পাশাপাশি পুরনো বিনিয়োগের সর্বশেষ অবস্থাও তুলে ধরতে চায় রাজ্য সরকার। বাণিজ্য সম্মেলন শুরু হওয়ার পর থেকে গত ১২ বছরে রাজ্যে কি পরিমাণ বিনিয়োগ এসেছে তার বর্তমান অবস্থা কি তাও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হবে। শিল্পে বিনিয়োগের ফলে এপর্যন্ত কত কর্মসংস্থান তৈরি করা সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ভান্ডার তৈরি করা হচ্ছে।

প্রতিটি দপ্তরের অধীনে কি পরিমাণ প্রকল্প রূপায়নের হয়েছে ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট বয়ানে তা প্রত্যেক দপ্তরকে সেই তথ্য দিতে বলা হয়েছে। তাতে বিনিয়োগের স্থান, বাস্তবায়নের দিনক্ষণ, বিনিয়োগের প্রকৃতি সবিস্তারে দ্রুত জানাতে বলা হয়েছে। এবছর ২১ ও ২২ নভেম্বর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসতে চলেছে।

এদিন নবান্নে সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রের পৌরহিত্যে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসে। সেখানে এপর্যন্ত সম্মলন আয়োজনের অগ্রগতি আলোচিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। বিভিন্ন বণিকসভা ইতিমধ্যেই দিল্লি মুম্বইয়ের মত শহরে রাজ্যের বাণিজ্য সম্মেলনের প্রচারে রোড শোয়ের আয়োজন করেছে।

সেই সব কর্মসূচিতে কেমন সাড়া মিলেছে সেকথা বণিক সভার প্রতিনিধিরাও তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, ২০১৫ সাল থেকে রাজ্যে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন বা বিজিবিএস-এর আয়োজন করা হচ্ছে। কোভিড অতিমারির কারণে ২০২০ এবং ২০২১ সালে সেই সম্মেলন করা যায়নি। এপর্যন্ত আয়োজিত ছ'টি সম্মেলন সম্মেলন থেকে রাজ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৪৩ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। এর অধিকাংশ কার্যকর হয়েছে। একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের দাবিও করা হয়েছে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের হিন্দি দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুগলি ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বিভাগীয় অফিস হুগলি বিভাগীয় স্তরে হিন্দি মাস পালন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে, বিভাগীয় প্রধান জিতেন্দ্র সোয়ানের সভাপতিত্বে গত ৫ অক্টোবর হিন্দি দিবস পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০২৩ আয়োজন করা হয়েছিল।

ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা লালা লাজপত রায়ের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বে জিতেন্দ্র সোয়াইন হিন্দির গুরুত্ব তুলে ধরেন। ১৪ সেপ্টেম্বর অফিসে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল যাতে বিজয়ী অংশগ্রহণকারীদের হিন্দি দিবস পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০২৩-এ সম্মানিত করা হয়।

কুমোরটুলির বিশিষ্ট মহিলা মৃৎশিল্পী চায়না পাল সংবর্ধিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুমোরটুলির বিশিষ্ট মহিলা মৃৎশিল্পী চায়না পাল সংবর্ধিত হলেন। সুরজিৎ কালা, বিশিষ্ট অর্থনৈতিক উপদেষ্টার উদ্যোগে শিল্পীর সব কারিগরকে বিমার আওতায় আনা হল। পুজোর আগে কারিগরদের এই উপহারে খুশি শিল্পী চায়না পাল। এই দিন চায়না পালকে সম্মান জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সাফায়ার ক্রিয়েশনস ডান্স কোম্পানির প্রাণপুরুষ সুদর্শন চক্রবর্তী, সুরজিৎ কালা।

সুরজিৎ কালা বলেন, 'চায়না পালের সব কারিগরদের এক লাখ টাকার অ্যাকসিডেন্টাল বিমা করানো হল। জীবন সুরক্ষিত রাখতে কিছু কাজ আমাদের আগে থেকেই ভাবা উচিত। বিপদ তো বলে আসে না। আর কারিগরেরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুব একটা স্বচ্ছলও নন। তাই পুজোর আগে ওঁদের জন্য এটুকু করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে।' শিল্পী চায়না পাল বলেন, 'পুজোয় অনেক রকমের সম্মান আমি পাই। কিন্তু আমার কারিগরদের এই সম্মানে আমি সত্যিই খুব খুশি। ওঁরা সুরক্ষিত থাকুন সবসময় এই প্রার্থনা করি।'

সুদর্শন চক্রবর্তী বলেন, 'কুমোরটুলির এই ব্যস্ততা জানান দেয় পুজো এসে গিয়েছে। কিন্তু যে সব কারিগর কাজ করেন, যাঁদের কাজ দেখে আমরা মুগ্ধ হই, তাঁদের জীবন কতটা সুরক্ষিত, এটা তো আমরা ভাবি না! তাই এই উদ্যোগের সঙ্গে থাকতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি নিজে শিল্পী, তাই যে কোনও শিল্পীর সম্মান আমার কাছে পরম আনন্দের বিষয়।'

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয় গত ২০ সেপ্টেম্বর আইসিসিআর, কলকাতার সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে একটি সাইবার সুরক্ষা সচেতনতা কার্যক্রমের আয়োজন করেছিল।

সিএসআইআর সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ৬ অক্টোবর ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে ৮২তম সিএসআইআর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছে।

বীজপুরের মানুষ আমার লড়াই পছন্দ করেন: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর বীজপুরের মানুষ তাঁকে ভালোবাসেন। বীজপুরের মানুষ তাঁর লড়াইকে পছন্দ করেন। শনিবার বীজপুর কেন্দ্রের হালিশহর বৈদ্য পাড়ায় গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। সাংসদের কথায়, বীজপুরের মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করেন। তাই তাঁরা নির্বাচন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত আছেন। সাংসদ জানান, বাংলার মানুষের দাবি-দাওয়া আদায়ে তারা দিল্লি অভিযান করেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সদুত্তর মেলেনি। এমনকী রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চাওয়া হয়েছিল। রাজ্যপালও দেখা করার জন্য সময় দিচ্ছেন না। সাংসদের বক্তব্য, রাজ্যপালের সৌজন্যতামূলক সৌজন্য দেখানো উচিত ছিল।

তবে রক্তের সংকট মোচনে রক্তদান উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত । জানান, তাঁর লক্ষ্য মানুষের সেবা কর। কিন্তু সেই সেবা কখনই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নয়। এদিন হাজির ছিলেন রক্তদান আন্দোলনের নেতা প্রদীপ পাত্র, সমাজসেবী সোমা দাস প্রমুখ।

সাইনপোস্ট ইন্ডিয়া নরেন সুগ্গুলাকে চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার হিসাবে নিয়োগ করেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Jyotshnamoyee Dey, স্বামী-কৃষ্ণ কুমার দে, ঠিকানা- রেজিষ্ট্রি অফিস, জেলখানা রোড, পোঃ ও থানা ও জেলা- মুর্শিদাবাদ, যা আমার আধার কার্ডে আছে। কিন্তু ৪২০৮৯০৭৬৩ No LICI পলিসিতে আমার নাম নমিনী স্থানে Snehalata Dey আছে। গত ১৫-০৫-২০২৩ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Jyotshnamoyee Dey এবং Snehalata Dey এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Topla, Nadia. **NIT NO - 17/NARA-II/SBM(G)/ GWM FUND/2023-24, 18/ NARA- II/15th (TIED FUND)/2023-24,** Last date of submission **13.10.23 up to 1 p.m.** For details please contact to the office visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Narayanpur- II Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর মোকাম ঘাটাল সিভিল জজ (জুঃ ডিভিশন) আদালত

২১/২০২৩ নং জে. মিস.

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যায় যে, চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত মাধবপুর নিবাসী বিপ্লব রায় পিতা-অজিত কুমার রায় একজন এল. আই. সি এর একজন এজেন্ট বিধায় তাহার এজেন্সি কোড নং এল.আই.সি ০৩৮১১৪৭৩ এ ৭০০০০০, টাকা পাওনা কালীন ইং ২১-২-২৩ তারিখে মৃত্যু হওয়ায় তাহার স্ত্রী, পুত্র, মাতা যথাক্রমে শ্রাবনী রায়, নাঃ সম্রাট রায়, লক্ষ্মী রানী রায় উপরোক্ত টাকার বাবদ সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে আগামী ইং ১৮.১২.২০২৩ তারিখে বেলা ১০ ঘটিকার সময় স্বয়ং/ উকিলের দ্বারা উপরোক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

অদ্য ইং ০৭.১০.২০২৩ তারিখে আমার দস্তখত ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল,

অনুমত্যানুসারে
প্রদীপ বেরা
সেরেস্তাদার,
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত
ঘাটাল, ০৭.১০.২০২৩

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিং অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই অক্টোবর, ২০ শে আশ্বিন,রবিবার। নবমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ।যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয়র সঙ্গে জড়িত, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ প্রেমে সফলতা তে বাধা। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি তে দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগে গুপ্ত শত্রুর চাউনি। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন । সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ ৮ই অক্টোবর। যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য চোখ প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন তিনি সরে যাবেন বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত বিদ্যার্থীরা যারা টেকনিক্যাল পড়াশোনা করছো, তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদানে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : আজ ৮ ই অক্টোবর। শুভাশুভ মিশ্র ফল। কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ প্রেমে অশুভ বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গণেশ দেবতার চরণে দুর্বা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যারা এনজিওতে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা প্রদানে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ, গ্রহ যোগ অশুভ। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা লাভে বাধা। বাড়ি জমি বাস্তু, কৃষি জমি বিষয়ে, অর্থলাভে বাধা। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে কিছু লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধি। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ৮ ই অক্টোবর । কোন ইলেকট্রিকাল দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি ।পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ সতর্ক থাকার শুভ ধৈর্য ধরে থাকার শুভ মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ ৮ ই অক্টোবর । পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি দিন দেব দেব মহাদেবের চরণে বিলপত্র প্রদান করুন ।

মকর রাশি : শুভ দিন। সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি। শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি থেকে সেরে ওঠার সম্ভাবনা। গাড়ির যন্ত্র গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ ৮ ই অক্টোবর ।কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য। শুভ যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ও র সাথে জড়িত তাদের। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ ।সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা কাল যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ ৮ ই অক্টোবর ,সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল আজ বাধা পড়বে। শ্বশুরবাড়ির তিনজন সদস্য দ্বারা । দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ। আজ মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(আজ ভারতীয় বায়ুসেনা বিভাগ)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ অক্টোবর ১৯ আশ্বিন, ১৪৩০, রবিবার

পার্টিতে নেশাগ্রস্ত তরণীকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩ সহকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কামদুনি গণধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টে ফাঁসির সাজা রদ হওয়া নিয়ে যখন তরজা তুঙ্গে, তখন কলকাতার উপকণ্ঠে নিউটাউনে এক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার কর্মীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তির তরুণীরই সহকর্মীদের দিকে। শুক্রবার শাপুরজিতে একটি পার্টিতে ওই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতেরা হল কৃষ্ণলাল রায়, জয়কিম এবং রাহুল সরকার। জানা গিয়েছে, প্রায় প্রতি সপ্তাহের মতো শুক্রবার রাতে সাপুরজি আবাসনে পার্টি ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে সেখানেই মদ্যপান করেন ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। অভিযোগ, এরপরই নেশাগ্রস্ত তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয়।

এই ঘটনার পর শনিবার সকালে টেকনো সিটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তিন আইটি কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজন এন্টালি এবং অন্য দু'জনকে নিউটাউন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। টেকনো সিটি থানায় ওই তরুণীর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। নির্যাতিতা তরুণী এবং ধৃতরা একই সংস্থার কর্মী।

স্নাতকোত্তরের আগেই পিএইচডি মানিকের! বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যোগেশ চন্দ্র ল' কলেজে কীভাবে অধ্যক্ষ হলেন মানিক? শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত মানিক ভট্টাচার্যের অধ্যক্ষ পদপ্রাপ্তি নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। এবার সামনে জেলবন্দি মানিক ভট্টাচার্যের আরও এক কীর্তি! কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষের দাবি, মানিক ভট্টাচার্যের পিএইচডি ভুয়ো। তৎকালীন বাম সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জেরে ভুয়ো পিএইচডি নিয়েই যোগেশচন্দ্র ল' কলেজের অধ্যক্ষপদে বসেছিলেন মানিক ভট্টাচার্য। সেই থেকেই কলেজে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের সূত্রপাত।

জানা গিয়েছে, কর্মজীবনের শুরুতে মানিক ভট্টাচার্য বিজয়গড় স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৯৮ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত সেখানেই শিক্ষকতা করেন তিনি। তারপর ওই বছরেই অগাস্টে হঠাৎ করেই যোগেশচন্দ্র ল' কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে যান। সেই সময় যোগেশচন্দ্র কলেজ বেসরকারি ছিল। পরে তা ইউজিসি-র আওতায় চলে আসে। তখনই প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে মানিক ভট্টাচার্য কোনও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা না করেই কেবল শিক্ষকের পদ থেকে প্রিন্সিপ্যাল হয়ে যান। এই ঘটনায় একটি মামলাও দায়ের হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ২০১৮ সালে পুলিশ মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। যোগেশচন্দ্র কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল পঙ্কজ রায়ের অভিযোগ, মানিক প্রভাবশালী ছিলেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। মানিক অধ্যক্ষ পদে নিয়ে প্রশ্ন তুলে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা বিচারাধীন। তারই মধ্যে যোগেশচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পঙ্কজ রায় অভিযোগ জানান, মানিকের সময়েই কলেজে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য বেড়েছিল। তাঁর কথায়, 'ল কলেজ আন ল-ফুলওয়েতে চলে। মানিকের নিয়োগ সম্পূর্ণ অবৈধ। তিনি আগে পিএইচডি, পরে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন।

অর্থাৎ এমকম ফলোড বাই পিএইচডি। তারপর এলএলবি, এলএলএম করে প্রিন্সিপ্যাল হয়েছে।' মানিকের এইপদ সংক্রান্ত মামলায় মামলাকারী এও জানান, 'ক্ষমতা প্রদর্শনে দুষ্কৃতীদের পুষতেন মানিক। আদালতেও এটাও উল্লেখ করা হয়েছে, ল' কলেজে দুষ্কৃতীদের মাথায় প্রভাবশালী মানিকের হাত ছিল। তার জন্য পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি। ইতিমধ্যেই আদালত ওই ল' কলেজের পাঁচ জন বহিরাগতকে চিহ্নিত করেছে। এরমধ্যে রয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা সাব্বির আলি।

পুকুর থেকে উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : নৈহাটির বিজয়নগর বড়পুকুর থেকে শনিবার উদ্ধার হল দেহ। মৃতের নাম আবীর দাস (১২)। বাড়ি নৈহাটির চিলড্রেনস পার্ক এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা বেলা বিশ্বাস জানান, ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অনেকেই জলে ঝাঁপ দেয়। নিষেধ করলেও ওরা কেউই শোনে না। এদিন বেলায় স্নান করতে আসা এক কিশোরের পায়ে কিছু ঠেকে। সেই কিশোর তাকে বিষয়টি জানায়। তখন তিনি নিতাই নামে এক যুবককে পুকুরে নামতে বলেন। ওই যুবক পুকুরে থেকে দেহটি টেনে ঘাটে তোলেন। নৈহাটি থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয়দের অনুমান, পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে ওই বালকের মৃত্যু হয়েছে।

আগমনীর পদযাত্রায় অর্জুন সিং, রাজ চক্রবর্তীও

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর দুর্গাপুজো সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে শনিবার আয়োজিত হল আগমনীর বর্ণাঢ্য পদযাত্রা। এদিন বিকেলে অমলা সিনেমা হলের সামনে থেকে আগমনীর পদযাত্রা বেরিয়ে ব্যারাকপুর চিড়িয়া মোড়ে গিয়ে পদযাত্রা শেষ হয়। পদযাত্রায় ব্যারাকপুর পুর অঞ্চলের শতাধিক দুর্গাপুজো কমিটি অংশ নিয়েছিল। এদিন পদযাত্রায় পা মেলালেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং, ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, পুরপ্রধান উত্তম দাস ও পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। পদযাত্রায় অংশ নিয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'ব্যারাকপুরের বুকে ঐতিহাসিক পদযাত্রা। এদিন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে শারদ উৎসবকে স্বাগত জানানো হল।' সাংসদের দাবি, ব্যারাকপুর সবসময় নতুন কিছু চমক দেয়। এবারও ব্যারাকপুর চমক দেবে। অন্য দিকে বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী বলেন, 'দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে এদিন ব্যারাকপুরে ঐতিহাসিক কার্নিভাল হল। গত বছরও হয়েছিল। এতে ব্যারাকপুরবাসী আনন্দিত ও গর্বিত।'

কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে মমতাকে দেখা করার আর্জি অধীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করুন' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে এমনই আর্জি জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। এদিকে নির্যাতিতার পরিবার পরিজনদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে, শনিবার বিকেলেই কামদুনি যান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সূত্রের খবর এদিনের মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে অধীররঞ্জন চৌধুরী জানান, 'বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা রয়েছে সকলের। তবে কামদুনি গণধর্ষণ এবং খুন কাণ্ডে আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। একজন সাংসদ হিসাবে এই ঘটনার রায় নিয়ে কোনও বিতর্কিত মন্তব্য করা আমার উচিত নয়। নিম্ন আদালত ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল। এরপর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ফাঁসির সাজা রদ করেছে। রাজ্য পুলিশ এবং সিআইডি আধিকারিকরা এই নৃশংস ঘটনা সম্পর্কে সঠিকভাবে তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি। সে কারণেই ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। তবে এটা দোষারোপ করার সময় নয়। নির্যাতিতার পরিবারের চোখের জল মুছিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হওয়ার সময়। কারণ, আমরা সকলেই জানি সন্তানকে হারানোর যন্ত্রণা ঠিক কেমন। দয়া করে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করুন। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তাঁদের পাশে দাঁড়ান।'

২০১৩ সালে কলেজপড়ুয়া এক তরুণীকে ধর্ষণ এবং নৃশংস অত্যাচার করে খুনের ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল নিম্ন আদালত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল বাকি তিন জনকেও। শুক্রবার সেই কামদুনিকাণ্ডের রায়ে তিন জনের ফাঁসির সাজা মকুব করল কলকাতা হাই কোর্ট। তাদের মধ্যে দু'জনের জন্য বরাদ্দ হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের (আমৃত্যু) শাস্তি। বেকসুর খালাস পেলেন তৃতীয় জন। আর যে তিন জনকে যাবজ্জীবন জেলে থাকার শাস্তি দিয়েছিল নিম্ন আদালত, তাঁদের সাজার মেয়াদও কমে হল সাত বছর। সেই হিসাবে ইতিমধ্যেই ১০ বছর জেলে থাকায় শীঘ্রই মুক্তি পাওয়ার কথা তাঁদের।

আনসার আলি মোল্লা এবং সইফুল আলি মোল্লাকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এদিকে দোষীদের একজন বেকসুর খালাস হওয়ায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন প্রতিবাদী মুখ মৌসুমী কয়াল এবং টুম্পা কয়াল। তাছাড়া বাকিদেরও সাজা কমে যাওয়ায়, তাদেরও মুক্তি আসন্ন। এদিকে এই ইস্যুতে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাঁদের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত না করা হলে 'প্রাইভেট এজেন্সি'র মাধ্যমে সে ব্যবস্থা করা হবে বলেই আশ্বাস দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিকে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ফের পথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মৌসুমী-টুম্পারা।

আলো লাগাতে গিয়ে মৃত্যু পুরকর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মই বেয়ে ইলেকট্রিক পোস্টে উঠে আলো লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক পুরকর্মীর। শনিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গারুলিয়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লীর বিকাশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় সামনে। মৃতের নাম মহম্মদ শাহিদ (৪১)।

তাঁর বাড়ি গারুলিয়া মেন রোড এলাকায়। তিনি গারুলিয়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারী ছিলেন। স্থানীয়রা জানান, এদিন বেলায় ইলেকট্রিক পোস্টে মই লাগিয়ে শাহিদ আলো লাগানোর কাজ করছিলেন। সেইসময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি সটান নিচে পড়ে যান। তৎক্ষনাৎ তাঁকে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের দাদা মুমতাজ আলি বলেন', ভাই পুরসভার অস্থায়ী কর্মী হিসেবে ১১-১২ বছর ধরে কাজ করছিল।' তাঁর অভিযোগ, কোনওরকম নিরাপত্তা ছাড়াই ভাইকে ইলেকট্রিক পোস্টে উঠে কাজ করতে হত।

ফাঁসির সাজা থেকে খালাস আমিন, কেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টে কামদুনি মামলায় রায় ঘোষণার পর হতাশ কামদুনির প্রতিবাদীরা। কারণ, অন্যতম অভিযুক্ত যে আমিন আলিকে নিম্ন আদালত দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল তাকেই হাইকোর্ট বেকসুর খালাস করে দিয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে কোন যুক্তিতে বেকসুর খালাস পেল নিম্ন আদালতে ফাঁসির সাজা পাওয়া আমিন আলি।

আদালত সূত্রে খবর, নির্দেশনামায় উল্লেখ, অন্যতম অভিযুক্ত আনসার আলি ও আমিন আলির শরীরে যে আঁচড়ের দাগ পাওয়া গিয়েছিল তা মেডিক্যাল পরীক্ষায় আনসারের ক্ষেত্রে নখের আঁচড় বলা উল্লিখিত হলেও আমিনের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে নখের আঁচড় বলে উল্লেখ করা হয়নি। আমিনের শরীরের আঁচড়গুলিকে 'স্ক্র্যাচ অ্যাবরাসন' অর্থাৎ, কোনও ঘর্ষণের কারণে লাগা আঁচড় বলে উল্লেখ করা হয়েছিল মেডিক্যাল পরীক্ষায়।

এদিকে আমিনের দাবি, ঘটনার সময়ে সে সেখানে ছিল না। আমিনের যুক্তি ছিল, সে মার্বেলের দোকানে কাজ করত। সেখানেই কাজের সময়ে গিয়েছিল। আমিনের পক্ষে সাক্ষ্য দেন তাঁর বাবা এবং মার্বেলের দোকানের অন্য এক কর্মী। আমিনের বাবা জানান, তাঁর ছেলে মার্বেলের দোকানে কাজ করত এবং বাড়িতে সেই কাজের নমুনাও দেখান আমিনের বাবা। মার্বেল দোকানের অন্য এক কর্মীও আমিনের সেখানে কাজ করার বিষয়টি জানান। এদিকে আমিনের শরীরে ওই আঁচড়ের ক্ষত যে মার্বেলের দোকানে কাজ করার সময় হয়নি তা নিয়ে কোনও তথ্য প্রমাণ আদালতে পেশ করতে পারেনি রাজ্য।

এর পাশাপাশি অভিযুক্তদের শনাক্তকরণের বিষয়টিও যেভাবে আদালতের নির্দেশনামায় উঠে এসেছে, সেটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আনসার ও সইফুল ছাড়া বাকি অভিযুক্তদের শনাক্তকরণ যে সময়ে হয়েছে তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছে আদালত। ২০১৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর গোপাল ও ভোলার নাম করেন সাক্ষীরা। তারও চার মাস পরে ২০১৪ সালের ২৮ জানুয়ারিতে এমানুল, নুর, আমিন ও রফিকুলকে শনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে আদালত মনে করছে, অভিযুক্তরা ও সাক্ষীরা একই জায়গায় থাকেন। সেক্ষেত্রে অন্তত নাম-পরিচয় জানার কথা ছিল। সেক্ষেত্রে ২৭ সেপ্টেম্বর এমানুল ও আমিনকে চিহ্নিত করতে না পেরে তারও চার মাস পর শনাক্ত করা নিয়ে সংশয়ে আদালত।

আদালত আরও জানাচ্ছে, আমিন আলির হাতে ও কাঁধে যে আঁচড়ের দাগ রয়েছে, সেটি অপরাধের সময়ে হয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে তার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি রাজ্য। ফলে সেই যুক্তি মেনে নেওয়া যাচ্ছে না বলেই মনে করছে আদালত। চিকিৎসক বলেছেন, যে আমিন আলির হাতে ও কাঁধে আঁচড়ের ক্ষত রয়েছে। কিন্তু আমিন আলির বক্তব্য, তিনি মার্বেলের দোকানে কাজের সময়ে এই চোট লেগেছে। তার হয়ে সাক্ষীও দিয়েছে দোকানের এক কর্মী। কিন্তু সেই যুক্তিতে নিম্ন আদালত বিশ্বাস করেনি।

আদালত মনে করছে, শুধুমাত্র পারিপার্শ্বিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে তখনই এমন কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আরও অন্যান্য এমন তথ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু, আমিন আলি যে অপরাধে যুক্ত ছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নির্যাতিতার ভাই প্রথমে আমিনের নাম উল্লেখ করেননি। ৮ বিঘা জমির ওখানে আমিনকে সেদিন দেখতে পাননি নির্যাতিতার ভাই। সেদিন কেবল আনসার ও সইফুলকেও দেখেছিলেন নির্যাতিতার ভাই। চার মাস পরে আমিনের নাম বলে। এছাড়া নির্যাতিতার মা-বাবাও নিশ্চিত করে বলতে পারেননি আমিন সেখানে ছিল কি না। আদালতে যে তথ্য প্রমাণ জমা পড়েছে, তার ভিত্তিতে সইফুল ও আনসারের সঙ্গে ঘটনায় এমানুল, ভুট্টো, ভোলা ও আমিনও যুক্ত ছিল, তা প্রমাণ করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে সইফুলের বয়ানে উঠে এসেছে যে তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য সইফুল, আনসার, ভুট্টো, এমানুল, ভোলানাথও ঢুকেছিল সেখানে। কিন্তু আমিন, নুর ও রফিকুল যে সেখানে ছিল, তা সইফুলের বয়ানে পাওয়া যায়নি।

শুভ 'সম্ভাবনা'র বিশ্বাসে মাতৃ আরাধনা হোক আলোময়, বার্তা নলিনী সরকার স্ট্রিটের

শুভাশিস বিশ্বাস

'সম্ভাবনা' শধে সহাবস্থান নিশ্চয়তা আর অনিশ্চয়তার। সে যে কোনও ঘটনার ক্ষেত্রেই হোক না কেন। ঠিক যেমনটি হয়েছিল মহিষাসুর বধের ক্ষেত্রেও। কারণ, মহিষাসুরের ক্ষমতা কোনও ভাবেই দমন করতে পারছিলেন না দেবতারা। ব্রহ্মার বরে তিনি হয়ে উঠেছিলন অপরাজেয়। ত্রিলোকের কোনও পুরুষের হাতে তিনি পরাভূত হবেন না, এমনই বর তিনি পেয়েছিলেন ব্রহ্মার কাছে। এরপর তাঁর প্রবল প্রতাপে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে দেবকুল। তবে প্রবল পরাক্রান্ত মহিষাসুরকে পরাজিত করতে না পারায় তাঁকে দমন করা নিয়ে তৈরি হয় এক ঘোর অনিশ্চয়তা। চেষ্টা করেও লাভ না হওয়ায় অতঃপর দেবতারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের শরনাপন্ন হন। তখনই স্থির হয় মহিষাসুরকে পরাস্ত করতে পারবেন কোনও নারী-ই। এরপরই প্রবল পরাক্রমশালী মহিষাসুরকে বধের জন্য সকল দেবতার তেজ থেকে সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব নারীর। যুদ্ধে যাওয়ার আগে এই নারীই সজ্জিত হন দেবতাদের নানা অস্ত্র ও অলংকারে। এরপর এই নারীর হাতেই বধ হন মহিষাসুর। এই নারীই আমাদের দেবী দুর্গা। কোনও কোনও পুরাণে এও উল্লেখ আছে, দেবী মোট তিনবার মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। আদি সৃষ্টি কল্পে অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডী রূপে, দ্বিতীয় সৃষ্টি কল্পে ষোড়শভুজা ভদ্রকালী রূপে, তৃতীয় সৃষ্টি কল্পে দশভুজা দুর্গা রূপে। অর্থাৎ, একবারে বধ হননি মহিষাসুর। অর্থাৎ, মহিষাসুর বধেও লুকিয়ে ছিল সেই সম্ভাবনার কথাই।

এই 'সম্ভাবনা'কেই আরও ব্যপ্তার্থে ২০২৩-এর দুর্গাপুজোর থিম হিসেবে বেছে নিয়েছেন উত্তর কলকাতার নলিনী সরকার স্ট্রিটের পুজো উদ্যোক্তারা। এই থিমের মধ্যে দিয়ে মা দুর্গার আশীর্বাদও প্রার্থনা করেছেন তাঁরা। কারণ, দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে শুধুমাত্র এক সুসজ্জিত এবং অলঙ্কৃত মণ্ডপে দুর্গার রূপ কল্পনাই নয়, সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে থাকে সব কিছু শুভ হওয়ার এক বিরাট বিশ্বাসের অনন্ত সম্ভাবনা। আবার আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিচারে, সৃষ্টির পূর্ব থেকে 'সম্ভাবনা' শধটি ব্যবহার হয়ে এসেছে সম্পূর্ণ ইতিবাচক রূপেই। যদি না তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় কোনও স্বার্থান্বেষী মানুষের নেতিবাচক মনোভাব। আবার যে কোনও ঘটনা তা সম্ভব কী অসম্ভব তাও যেন নিহিত থাকে যেন এই সম্ভাবনার মধ্যেই। খুব নিবিড় পর্যবেক্ষণে নজরে আসে কোও ঘটনায় যা কোন ভাবেই সম্ভব নয় বলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, তারই মাঝে রোপিত থাকে অজস্র সম্ভাবনার বীজ। এরপর সম্ভব আর অসম্ভবের দোলায় দুলতে দুলতে কখন যেন সম্ভব করে তোলার চাবিকাঠিও চলে আসে হাতের মুঠোয়।

এবার আর একটু গভীরে গিয়ে ভাবতে গেলে দেখা যাবে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র মানবজাতিই এক আশ্চর্য দৈবিক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। আমাদের বুদ্ধিমত্তা, আমাদের চিন্তাশীলতা, এবং সর্বোপরি কল্পনাশক্তির আধার আমাদের মস্তিষ্ক প্রতিনিয়তই নতুন নতুন পথ দেখাচ্ছে, যা আমাদের কাছে একসময় ছিল স্বপ্নের। সেদিনের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত এই মস্তিষ্কের জোরেই। এছাড়াও আমাদের জ্ঞান ও চিন্তাশীলাতার প্রকাশ এবং সৃষ্টিশীলতার রচনার মাধ্যম আমাদের হাতের এই দশ আঙুল। যার অত্যাশ্চর্য্য বহুমুখী নিয়ন্ত্রণে জেরে আজ মানুষ প্রাণীকুলে শ্রেষ্ঠ। অথচ এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যেও প্রতিনিয়তই ধরা পড়ছে বিভেদ, হানাহানি আর হিংসার এক ছবি। মনুষ্যত্ব শধটাই যেন কোথাও উধাও হতে বসেছে মানবজীবন থেকে। এক মানবিক প্রাণের খোঁজে যেন হাহাকার উঠেছে মানব সমাজে। অনন্ত জৈবিক সম্ভাবনা নিয়ে যাঁদের এই পৃথিবীতে বিরাজ করার কথা, তাঁরাই আজ একে অপরকে বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারছে না। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না। আর সেই কারণেই নলিনী সরকার স্ট্রিটের পুজোর উদ্যোক্তাদের সর্বশক্তি ধারনী মায়ের কাছে আকুল প্রার্থনা, আমাদের চৈতন্য হোক। এই শুভ সম্ভাবনার বিশ্বাসেই সবার জীবন আর মাতৃআরাধনা হয়ে উঠুক আলোময়।

এই প্রসঙ্গে উত্তর কলকাতার নলিনী সরকার স্ট্রিটের পুজো সম্পর্কে না বললেই নয়। দেখতে দেখতে ৯১ তম বর্ষে পা দিল নলিনী সরকার স্ট্রিটের এই পুজো। মেগা বাজেটের পুজো না হলেও প্রতি বছর নিত্য নতুন থিমে সব্বারই নজর কাড়ে এক চিলতে গলির এই পুজো। শিল্পী শান্তনু ভট্টাচার্যের থিম 'সম্ভাবনা'-র সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এবারও নলিনী সরকার স্ট্রিটের এই পুজোর প্রতিমার রূপদান করছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। নলিনী সরকার স্ট্রিটের এই পুজোর আলোকসজ্জাও হয় নজরকাড়া। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই করা হয় এই আলোক সজ্জা। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই জানাচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা।আর এই আলোকসজ্জার ভার পড়েছে এস এন ইলেক্ট্রিকের ওপর। থিমকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে আবহ সৃষ্টির দায়িত্বে রয়েছেন দীপময় দাস। মণ্ডপ সজ্জায় রয়েছে পাল ডেকরেটর্স। পুজো উদ্যোক্তারা জানালেন, দর্শনার্থীদের ঢলকে সামাল দিতে উদ্বোধন হবে তৃতীয়াতেই।

তাই উদ্বোধনের পর আর দেরী না করে এই নলিনী সরকার স্ট্রিটে পৌঁছে যাওয়াই শ্রেয়।

সম্পাদকীয়

হিমালয়ান রিজিয়ন ছেলেখেলার বস্তু নয়

২০১৩ সালের ১৬ জুন। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে তছনছ হয়ে গিয়েছিল কেদারনাথ ধামসহ বিস্তীর্ণ এলাকা। ওই বিপর্যয়ে পাঁচ হাজারের বেশি নরনারীর প্রাণ যায়। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতিও হয় বিপুল পরিমাণে। আপার হিমালয়ান রিজিয়নের মধ্যে হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড সত্যিই দুর্গম। তবু সেখানে অবস্থিত চারটি হিন্দুতীর্থ (বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী) এবং একটি শিখতীর্থে (হেমকুণ্ড সাহিব) প্রতিবছর বহু পুণ্যকামী মানুষ যান। অঞ্চলটি ভূমিকম্পপ্রবণ। ধস এবং প্রবল বৃষ্টির বিপর্যয়ও অতীতে হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য বলছে, ১৮৯৩, ১৯৬৮ এবং ১৯৭০ সালে বিরাট বিপর্যয়ের কবলে পড়েছিল অঞ্চলটি। তবে পরিবেশবিদরা মনে করেন, ২০১৩ সালের বিপর্যয় মোটেই প্রাকৃতিক নয়, বরং 'ম্যান মেড'। অপরিকল্পিত ও যথেচ্ছ নির্মাণ, মাইনিং এবং স্রেফ মুনাফাকামী পর্যটনে ইন্ধনই ছিল ওই ঘটনার নেপথ্যে। পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকার উৎসাহ বোধ করে। তাই নির্বিচারে তৈরি হয় রাস্তা, হোটেল, রিসর্ট ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এসবই হচ্ছে পাহাড়, অরণ্য মিলিয়ে অপরূপা সুন্দরী প্রকৃতির শবের উপরেই। সোজা কথায়, একদল অর্ধশিক্ষিত এবং আত্মঘাতী সংস্কৃতির ধারকবাহক মানুষের হাতে ইকো সিস্টেমটাই সেখানে প্রতিনিয়ত বরবাদ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই চিপকো আন্দোলনের স্মৃতি ফিরে আসে। ১৯৭৩ সাল। হিমালয় অঞ্চলের অরণ্য বাঁচাতে মানুষ বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গান্ধীবাদী সুন্দরীলাল বহুগুণার নেতৃত্বে সংগঠিত সেই অহিংস আন্দোলন উত্তরকালে বিশ্বব্যাপী পরিবেশকর্মীদের প্রেরণা জুগিয়েছে। বহির্ভারত শিক্ষা নিলেও তা নেয়নি গান্ধী বা সুন্দরীলালের নিজের দেশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, সিকিম এবং দার্জিলিং, কালিম্পং প্রভৃতি এলাকাসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ একইভাবে তথাকথিত 'উন্নয়নযজ্ঞ' দ্বারা আক্রান্ত। এই অঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতি উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশসহ সমগ্র উত্তর ভারতের থেকে মোটেই ভালো নয়। মঙ্গল-বুধবার পূর্বাঞ্চলের বেনজির বিপর্যের ঘটনাটি হুঁশিয়ারি মাত্র। সরকারকে বুঝতে হবে, হিমালয়ান রিজিয়ন ছেলেখেলার বস্তু নয়। উন্নয়নের বিরোধী নয় কোনও সুস্থ মানুষই। তারা এও জানে, সভ্যতামাত্রই আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধি, শক্তি ও দুঃসাহসের এক অনবদ্য সমন্বয়। কিন্তু সব সৃষ্টিরই কিছু পূর্বশর্ত থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পরিবেশের ভারসাম্য। পরিবেশের দাবি অগ্রাহ্য করে নিছক বস্তুগত আয়োজন দীর্ঘমেয়াদে আত্মঘাতী হতে বাধ্য। কারণ প্রকৃতি মোটেই সর্বংসহা নয়, একটি সীমার পর তার অধিক প্রতিহিংসাপরায়ণ কেউ নয়;তখনই উপস্থিত হয় সভ্যতার সঙ্কট। সিকিম ও উত্তরবঙ্গের এবারের বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সকলে এখনও একমত নন। চলছে বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান। তবে একটি ব্যাপারে সবাই একমত যে, নিকট অতীতেরও একাধিক হুঁশিয়ারি গুরুত্ব পায়নি। সবাই বালিতে মুখ গুঁজে রেখে ঝড় পেরতে চেয়েছেন। মানুষের এমন কৃতকর্ম আর কোনওভাবেই সাফাই পেতে পারে না। আসুন, সবাই বাস্তবের মাটিতে পা রাখি এবং সভ্যতার দীর্ঘায়ুর স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ করি 'উন্নয়ন' শব্দটির সংজ্ঞা।

শাশ্বত কথা

বিভিন্ন প্রকার সাধক

দুই রকমের সাধক দেখা যায়- যেমন, বাঁদরের ছানা এবং বিল্লির ছানা। বাঁদরের ছানা আগে তার মাকে ধরে, পরে তার মা তাকে সঙ্গে করে যেখানে সেখানে নিয়ে বেড়ায়। বেড়ালের ছানা কেবল এক জায়গায় বসে মিউ মিউ করতে থাকে, তার মা যখন যেখানে ইচ্ছা হয় ঘাড়ে ধরে নিয়ে যায়। তেমনি জ্ঞানী বা কর্মী সাধক বাঁদরের ছানার ন্যায় পুরুষকার দ্বারা ঈশ্বরলাভ করতে চেষ্টা করে থাকে। আর ভক্ত সাধকেরা ঈশ্বরকে সকলের কর্তা জ্ঞান করে, তাঁর চরণে বিড়াল-ছানার ন্যায় নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।-

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

রাজকুমার

১৯২৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রাজকুমারের জন্মদিন।*

১৯৬৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সমীর দীঘের জন্মদিন।*

১৯৮২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বীরবাহ হাঁসদার জন্মদিন।*

দুর্গোৎসব: হিন্দুর নাকি বাঙালির?

বরুণ মণ্ডল

'আমরা আরম্ভ করি শেষ করিনা, আড়ম্বর করি কাজ করিনা; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করিনা; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না.... পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস।' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আজকের নিবন্ধের জন্য যথার্থ। আকাশে বাতাসে আজ শারদ উৎসবের আবহ রচনা হয়ে গেছে। বিজ্ঞাপনে হোডিং এ স্থান পাচ্ছে 'শারদোৎসব' শব্দ বন্ধন। কিন্তু এই শব্দ বন্ধন এর অর্থটা কি? শরৎকালে যে উৎসব হয়? শরৎকালে তো অনেক উৎসবই হয়; তবে দুর্গাপূজাকে কেন 'শারদোৎসব' নামে অভিহিত করা হচ্ছে? 'দুর্গোৎসব' তবুও শাস্ত্র সম্পৃক্ত শব্দ।

হিন্দু বা সনাতনী ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ কোনটাই শাস্ত্র বহির্ভূত নয়। মানব জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় রীতিনীতি প্রচলন করা হয়েছে। দেবদেবী আরাধনার প্রস্তুতি, উপাচার, রীতিনীতি, মন্ত্র সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা আছে। এবং সবই যুক্তি নির্ভর। লৌকিক বা বাহ্যিক কিছু নয়। গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে হিন্দু ধর্মের যেগুলো লৌকিক রীতিনীতি বলে ভাবা হচ্ছে, তার পিছনেও সুগভীর কারণ লুক্কায়িত রয়েছে। স্পষ্টতঃ বোঝা যায় হিন্দু ধর্মের আচার-ব্যবহার সবই বিজ্ঞান ও ধর্মের মেলবন্ধন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা অনুযায়ী, 'আড়ম্বর করি কাজ করিনা; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করিনা; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না...'। কোটি কোটি টাকা খরচ করে দুর্গা পুজোর নামে আমরা আরম্বর করছি, কিন্তু কাজের কাজ কিছু করছি না। প্যান্ডেল সজ্জা, আলোকসজ্জা বা থিমের প্রতিযোগিতায় নেমে আসল কাজটা ভুলে যাচ্ছি। অন্যদিকে গাঁটের পয়সা খরচ করে বিধর্মীদের কাছে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে ভুল বার্তা পাঠাচ্ছি। এ কারণেই নাস্তিকরা প্রশ্ন তুলছে, দুর্গা পুজোর নামে কোটি কোটি টাকা খরচ না করে গরিব মানুষকে দেওয়া অনেক ভালো। তাদের যুক্তিটা মন্দ নয়। আসলে আধ্যাত্মিক কারণকে পিছনে ফেলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য দুর্গ পুজোর নামের যা হচ্ছে, সত্যিই তা অর্থের অপচয়।

'ধর্ম যার যার উৎসব সবার!' এই ট্যাগ লাইনের পিছনে যে গভীর চক্রান্ত রয়েছে সেটা সরল-সাদা মনের হিন্দু ভাইবোনেরা বোঝেনা। সবাই সবার ধর্মকে যথাযথ ভাবে পালন করছে। শুধুমাত্র হিন্দুরা তাদের ধর্মকে শাস্ত্রের হেফাজত থেকে মাঠে নামিয়ে উৎসব বানিয়ে ফেলেছে। প্রভেদটাই এখানে। দুর্গা পুজো সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুদের। হিন্দু শাস্ত্রের সর্বশক্তিমান দেবী মহামায়া। অসুর নিধনের জন্যই তার আগমন। মহিষাসুরকে ১০ দিক থেকে দশ হাতে দেব প্রদত্ত দশটি অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন এবং বিজয়িনী হয়েছিলেন। সম্পূর্ণভাবে পৌত্তলিক দুর্গাপূজা। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের উৎসব। হিন্দু তত্ত্ব সনাতন ধর্ম যারা মানে না তাদের জন্য দুর্গোৎসব নয়। রবীন্দ্রনাথের কথার মত আমরা আজ 'যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করিনা; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না...' । কি অদ্ভুত মিল! আমরা মহাসমারোহে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান করি কিন্তু বিশ্বাস করিনা। আমাদের সামনেই বিধর্মীরা বলে বেড়ায় মা দুর্গা নাকি বেশ্যা ! আমরা কয়জন প্রতিবাদ করি? বেশ্যাবাড়ির মাটি না হলে দুর্গোৎসব হয় না। এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না জেনে দুর্গোপূজোকে নিয়ে বিধর্মীদের খিল্লি করাকে সমর্থন করি। তাদের অপযুক্তিতে কখন আমরাও মনে মনে নাস্তিক হয়ে উঠি। বলা ভালো আমাদের ধর্মকে ধর্মই বলে মনে করি না; তাই সর্বধর্ম সমন্বয় ঘটাতে পূজা মন্ডপে বাজিয়ে দেই আজান! যেন সর্বধর্মের ঠেকা নিয়ে বসে আছি আমরা হিন্দুরা। পৌত্তলিকতা বিরোধী মতবাদের আজান আমরা বাজিয়ে দিই পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের মঞ্চে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। সর্বশক্তিমান মহামায়া সামনে চিৎকার করে বলার নামই হচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়।

আস্তিকের দুর্গা পুজো কখন যেন নাস্তিকের উৎসব হয়ে গেছে, সংযমের ধর্মীয় দুর্গা পূজা কখন বিনোদনের রঙ্গমঞ্চ হয়ে গেছে, হিন্দুর বড় উৎসব দুর্গা পুজো কখন বাঙালির 'শারদ উৎসব' হয়ে গেছে। সংযমের মাতৃ আবাহন কখন মদ মাংস চেটেপুটে খাওয়ার অনুষ্ঠান হয়ে গেছে হিন্দু জনতা বুঝতে পারেনি। অসুর দলনের জন্য মহামায়ার আবির্ভাব আর আজ অসুররাই মহামায়ার পূজার আয়োজন করছে। কলিকাল কিনা! ঘটা করে মহালয়ার দিন থেকেই বিভিন্ন মিডিয়ায় ঘোষণা করা হয় পিতৃপক্ষ- মাতৃপক্ষের কাহিনী। পড়ানো হয় উমার পিতৃ আলোয় সপরিবারে আগমনের কাহিনী। মেয়ের আগমনে পিতৃপক্ষে মহানন্দের সূচনা হবে এখানে অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু মেয়ের পিতৃ গৃহ বিদায়কালে পিতৃ গৃহে আনন্দের ঢল নামবে, সেটা কি বাড়াবাড়ি নয়? 'আসছে বছর আবার হবে' কর্ণবিদারক ডিজের আওয়াজে মাতাল হিন্দু জনগণের সেকি আনন্দৎসব! অসুর যখন পূজারী হয়ে ওঠে, দুরাত্মারা যখন মহামায়ার আহ্বায়ক হয়ে ওঠে তখন তো এমন পরিবর্তন হবেই। তাই মাকে চোখের জলে বিদায় নয়, মদ মাংস গলার্ধকরণ করে, চটুল গানের সুরে মিছিল থেকে চিৎকার রব ওঠে, 'আসছে বছর আবার হবে।' অর্থাৎ বকেয়া আনন্দ পরের বছরের জন্য তুলে রাখা হলো। অসুরমনা সাহিত্যিক লিখে ফেলেন, 'বাঙালি ৩৬১ দিন অপেক্ষা করে, চারদিন আনন্দের জন্য!' চারিদিকে শুধু মজা, মজা, আর মজা। আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নেই। ফলে দিনের পর দিন পুজোপাঠ হয়ে আসছে কিন্তু জগতজননী মা, না যশ দিচ্ছে, না জয় দিচ্ছে। ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে 'যশং দেহি, জয়ং দেহি' মন্ত্রোচ্চারণ।

ওদিকে ব্যবসায়ীরা ওত পেতে আছে। ধর্মকে ব্যবসায় পরিণত করে কিভাবে লক্ষী লাভ করা যায়। দুর্গা পুজোকে শাস্ত্রীয় এবং আধ্যাত্মিক করে রাখলে ব্যবসা লাটে উঠবে। তাই দুর্গাপুজোর আবহাওয়ায় উমা মায়ের মুখের ছবি সেঁটে বড় বড় হোডিং দিয়ে মানুষের মনে দুর্গোৎসবের আগাম আবহ তৈরি করে দেয়। সঙ্গে দেওয়া হয় 'যা দেবী সর্বভূতেষু' গোছের কয়েকটা সংস্কৃত মন্ত্র। কাশফুল আর ঢাক ঢাকির ছবি। বাঙালি আনন্দের জন্য উঠে পড়ে। আর আজ তো আনন্দ মানে আত্মার উপভোগ্য বিষয় নয়, আনন্দ মানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য বস্তুগত প্রাপ্তি... জামা চাই, জুতো চাই, শাড়ি চাই, গয়না চাই, রূপ চাই, ভোজন চাই। সেজেগুজে মায়ের কাছেও ওই একই প্রার্থনা 'রূপং দেহি, যশং দেহি, জয়ং দেহি'। জগত জননীর কাছে রুপ চেয়ে যশ চেয়ে জয় চেয়ে হবেটা কি? কলির মানুষ পূর্ব জন্মের কৃতকর্মের ফলে মায়াবদ্ধ হয়ে নিজেকে ভোক্তা ভেবে ভবসমুদ্রে নাকানি চোবানি খাচ্ছে। ত্রিবিধ অর্থাৎ স্বত্ব, রজ,তম গুণের শূলবিদ্ধ হয়ে দিন গুজরান করছে। দশ অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও দেবাদিদেবের ত্রিশূল অস্ত্রে মহিষাসুরকে বধ করেছেন। ত্রিশূলের মাঝের শূল সত্বঃ গুণের এবং দুই পাসের দুই শূল রজঃ ও তমঃ গুণের দোত্যক। এই ভব-জ্বালা-যন্ত্রণা নামক অসুরকে সংহার করে এ কলি জীবনের দুর্গতিনাশ করে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র মহামায়া। মায়াবদ্ধ জীব তার বদ্ধতার কারণ ভুলে মায়ের আগমন, স্থিতি এবং বিসর্জনেও আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের চাওয়াটা চেয়ে নিতে ভুলে গেছে। শাস্ত্রের দ্বারা না বুঝে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের দ্বারা মহামায়ার শুভ আগমনের খবর নিচ্ছে হিন্দু জনতা। শাস্ত্র দুর্গাপূজার প্রকৃত অর্থ বুঝাবে আর ব্যবসায়ীরা অর্থ কামানোর যন্ত্র বানাবে। সেটাই তো হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। রাবণ বিজয়ের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে অকালে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মায়ের বোধন করেছিলেন। সেই 'অকালবোধন'ই আজকের শারদীয়া দুর্গোৎসব। আনন্দে মশগুল কজন হিন্দু জানেন সে কাহিনী। অথবা রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে আবার বলতে হয়, 'যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না... পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস...' কি নিদারুণ অবলোকন। দুর্গোৎসব সম্পর্কে আমরা কেউ কেউ হয়তো শাস্ত্রীয় বিশ্বাস করি, কিন্তু তা আমরা ক'জন পালন করি! পরের অনুকরণে আমরা গর্ববোধ করি। তাই মায়ের পূজার নামে আমরা 'বুর্জ খলিফা' বানাই, হোয়াইট হাউস বানাই, স্থায়ী এবং বাস্তব নির্মিত কোন মন্দিরের আদলে নকল মন্দির বানাই। এভাবেই আমরা পর অনুকরণ করে গর্ববোধ করি। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে মহামায়াকে নিয়ে থিমের লড়াই করি, কেননা শাস্ত্রে বলা রয়েছে, কলির অবস্থান কলহে। শাস্ত্রীয় মহামায়াকে অর্চনা নিয়েও আমাদের কলহে ব্যস্ত থাকতে হয়। কলহে এতটাই অভ্যস্ত যে আগেভাগে সেই কলহ বা কুকর্ম নিবারণের জন্য পুলিশি ব্যবস্থা করতে হয়। আজকাল তো ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা রাখতে হয়। মহিষাসুর অব্দি যে মাকে ভয় পেয়ে গেছিলেন, সেই রণ চন্ডী মায়ের সামনে আমরা কুকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারি না। এতটাই ভয় ডরহীন। আসলে অশাস্ত্রীয়ভাবে পুজোর করতে করতে বা দুর্গা পুজোকে শারদ উৎসব ভাবতে ভাবতেই নাস্তিকের পুতুলপূজায় মেতে উঠেছি। দুর্গা প্রতিমাতে আর মাতৃ শক্তি জাগ্রত হয় না। পুজোর নামে শুধুই বেলেল্লাপনা, আধুনিক 'বিজনেস সামিট' কিংবা 'দুর্গা কার্নিভাল, নামে, উৎসবে পুজোর অনুদানের অছিলায় মাতৃ বন্দনা আজ রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে ।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স!'

আর একদল বুদ্ধি খরচ করে আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে দুর্গা পুজো বাঙালির সেরা পুজো। কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে একবারও বিচার করিনি, বাঙালি কারা, আর দুর্গাপুজো করে কারা? বাংলায় যারা বাস করে অথবা বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে তারা সবাই বাঙালি। অর্থাৎ হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিস্টান-জৈন সব ধর্মমতের মানুষ যখন বাংলায় কথা বলে অথবা বাংলায় বাস করে, তখন তারা হয়ে ওঠেন বাঙালি। কিন্তু এদের মধ্যে একমাত্র হিন্দুদের পূজা হল দুর্গা পুজো। একমাত্র হিন্দু শাস্ত্রে দুর্গাদেবী অস্তিত্ব এবং পূজার নির্দেশনা দেওয়া আছে। শাস্ত্র পড়তে যাদের অ্যালার্জি আছে তাদেরকে বলব উইকিপিডিয়া খুঁজুন। দেখুন পরিষ্কার লেখা আছে 'হিন্দুর দুর্গাপুজো'। সুতরাং হিন্দুর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দুর্গাপুজোকে বাঙালির দুর্গাপুজো দেগে দেওয়াটা এক গভীর চক্রান্ত। এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িয়ে বাঙালি সংস্কৃতির অনেক কুশীলবেরা। সূক্ষ্মভাবে হিন্দুদের থেকে দুর্গাপুজো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়িক স্বার্থে। দুর্গা পুজোতে সব থেকে বেশি হিন্দু জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়। সেই ঐক্যবদ্ধতা থেকে দূরে রাখার চক্রান্ত 'বাঙালির দুর্গোৎসব' প্রচারের দ্বারা। হিন্দু শাস্ত্র বলছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' নীতি। তাই হিন্দুর দুর্গোৎসব বলার মধ্যে কখনোই সংকীর্ণতা নেই। দূর্গা মন্ডপে আজান বাজিয়ে বিশ্বাস আনতে হবে না, সনাতনী প্রতিটি শাস্ত্র বিশ্বাস করে জগতের প্রতিটি জীব সনাতনী, সবই পরমাত্মার সন্তান। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ছলে বলে কৌশলে কাউকে গ্রাস করে নিজের মতবাদকে চাপিয়ে দেওয়াটা ঈশ্বরীয় কর্মকাণ্ড নয়, একটা পলিটিক্স।

সম্প্রীতির উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা

এস ডি সুব্রত

সার্বজনীন দুর্গাপূজা হল সম্প্রীতির উৎসব। অশুভ শক্তির বিনাশ, সত্য ও সুন্দরের আরাধনা সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মূলমন্ত্র। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজশাহীর তাহেরপুর রাজবাড়িতে দুর্গাপূজার আয়োজন হয়েছিল। সেখান থেকেই আমাদের বাংলাদেশে সর্বজনীন দুর্গোৎসব পালনের সূত্রপাত হয় বলে ধারনা পাওয়া যায় । তাহেরপুরের রাজা কংস নারায়ণ রায় এই দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন সেই সময়ে। রাজা কংস নারায়ণ রায়ের হাতে শুরু হওয়া এই দুর্গোৎসবের আনন্দ আয়োজন কালের পরিক্রমায় সার্বজনীন সংস্কৃতির রূপ পেয়েছে সারা বাংলায়। সাদা কাশবন, শিশির ভেজা শিউলি, মৃদু কোমল সমীরণ মিলিয়ে বাংলার শরৎ সত্যিই রুপের রানি। ঢাকের আওয়াজ আর শঙ্খের ধ্বনি শরতকে করে তোলে অনন্য মহিমামন্ডিত। প্রতিবছর শারদীয় দুর্গোৎসবের অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য নানা ধর্মের মানুষও। সম্প্রীতির শক্তির কারণেই পূজামণ্ডপে ভীড় জমে সকল ধর্মের মানুষের, আনন্দ ভাগাভাগি করে সমাজের সকলে মিলে। শারদীয় দুর্গোৎসব সম্প্রীতির বন্ধনকে শক্ত করে দেয়। শারদীয় এই উৎসবের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠাণ অনেকটাই গৌণ হয়, মূখ্য হয়ে ওঠে মানুষের মিলন উৎসব। সম্প্রীতির এক বড় আনন্দোৎসব আমাদের শারদীয় দুর্গোৎসব। নিরবধি বয়ে চলা নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলেছে বাঙালির সংস্কৃতির সম্প্রীতির ধারা। বাঙালি সংস্কৃতির সেই চরিত্রটি নিয়ত ভালোবাসতে শেখায় করোনাকাল পেরিয়ে, যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির সামনে দাঁড়িয়ে এবারের শারদীয় উৎসবে এটাই আমার প্রার্থনা যে, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই । মুক্তি চাই মহামারী আর সকল ব্যাধি জ্বরা থেকে। চাই সম্প্রীতির বন্ধন। সাম্প্রদায়িকতার খোলসমুক্ত সম্প্রীতির বাংলাদেশ তথা বিশ্ব গড়ে উঠুক। প্রিয় স্বদেশের ঐতিহ্যগত সম্প্রীতির দর্শন আর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে যে অসুর শক্তি বিনাশ হোক, জয় হোক সত্যের, জয় হোক মানবতার, জয় হোক সার্বজনীন সম্প্রীতির। সহস্র বছর ধরে যেভাবে আমরা মানবতা আর সম্প্রীতির হাত ধরাধরি করে পথ চলেছি, সে চলা চিরস্থায়ী হোক , হোক মসৃণ। অশুভ অসুর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শুভ দেবশক্তির চূড়ান্ত বিজয়ের উৎসব দুর্গাপূজা। অসুরকুলের দৌরাত্ম্য থেকে দেবকুলকে রক্ষায় মাতৃরূপী দেবী দুর্গার আগমন। অসুরদের দলপতি মহিষাসুরকে বধ করে দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা দেবকুলকে রক্ষা করেন। অন্যায় ও অশুভকে পরাস্ত করার মাধ্যমে ন্যায় ও শুভবোধের প্রতিষ্ঠা ঘটে। দেবী দুর্গা সত্য, শুভ ও ন্যায়ের পক্ষের সংগ্রামে মর্তের মানুষকেও সাহসী করে তোলেন। দূর করে দেন যত গ্লানি, হিংসা-দ্বেষ, মনের দৈন্য ও কলুষ। যাবতীয় মহৎ গুণাবলির প্রতি দেবী দুর্গা মানুষকে আকৃষ্ট করেন। ফলে সত্য, শুভ ও কল্যাণের এক গভীর প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব হয়ে ওঠে সার্বজনীন। দূর্গা পূজা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ নানাভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যাবতীয় দুঃখ ভুলে গিয়ে হিংসা-বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে প্রীতির মেলবন্ধন রচনার মাধ্যমে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। দেবী দুর্গা বিভিন্নরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন এবং আমাদের সার্বিক মঙ্গল নিশ্চিত করেন বিধায় তিনি সর্বমঙ্গলা। তিনি সব প্রার্থনা এবং আরাধনা মঞ্জুর করেন এবং অসাধ্যকে সাধন করেন। তাই তিনি শরণ্য, তিনি গৌরী। দুর্গা দশভূজা নামেও পূজিত এবং আরোধিত হয়ে থাকেন। দেবীর আগমন ঘটে অন্যায়ের বিনাশ ঘটিয়ে সজ্জনদের প্রতিপালনের অঙ্গীকার নিয়ে মানুষের মধ্যে নৈতিক আদর্শ জাগ্রত করার জন্য। মানুষের চিত্ত থেকে যাবতীয় দীনতা ও কলুষতা দূরীভূত করার জন্য। এজন্য দুর্গোৎসব ধর্মীয় উৎসব হলেও তা সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। সম্প্রদায়গত বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে এক পরম আনন্দের সোপানে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে । শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জন্য থাকে উন্মুক্ত। দেশব্যাপী বয়ে যাক সম্প্রীতির উৎসবের আনন্দধারা। সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব পালনের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও কল্যাণময় অবস্থানের বিকাশ আরও বিস্তৃত এবং বিকশিত হবে এবং অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির প্রসার ঘটবে এই প্রত্যাশা।

পুস্তক পরিচয়

বিশ্বের মন্দিরগুলি সংস্কৃতির পীঠস্থান

সত্যব্রত কবিরাজ

দেবালয় বা মন্দির নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ বাসস্থানের থেকে পৃথকভাবে একান্তই দেবতার পূজার্চ্চণার জন্য মর্যাদা রক্ষাকারী এক আবাসগৃহ নির্মাণ। এখানে মানসিক স্থিতিকে একান্তভাবে দৃঢ়বদ্ধ করারও এক উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। সকল শক্তির উৎস হিসেবে ভগবানের পুজো করার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার মানসিক সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ়বদ্ধ করতেই এই মন্দির, মসজিদ বা গির্জা তৈরির প্রচলন করে। আর সাংস্কৃতিক চর্চার এক ক্ষেত্র হিসেবেও গণ্য। দেবতার মন্দিরের চত্বরে সাংস্কৃতিক চর্চা অন্যকে বিরক্ত না করে এটা এক সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক। এজন্য মন্দিরের সামনের অংশে নাটমন্দির তৈরি করার রীতি। এখানে যেমন নামগান করা হয় তেমনই যাত্রা, থিয়েটার, নৃত্য ইত্যাদিরও আসর বসে। এককাণেই বিত্তশালী মানুষজন মন্দির নির্মাণ করত এক বিশাল পরিসরে। যাতে সেখানে অনেক মানুষ একসঙ্গে সমবেত হয়ে সাংস্কৃতিক চর্চায় অংশ নিতে বা আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায়। এছাড়া সর্বজনীন স্থান হিসেবে কোনও সমস্যার মীমাংসারও এক উত্তম ক্ষেত্র হিসেবে মন্দির চত্বরকে বেছে নেওয়ার রীতি ছিল প্রাচীনকালে। মন্দির তৈরির শৈলী সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রচলিত আবাসগৃহ তৈরির প্রথাকেই অনুসরণ করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এর সঙ্গে এলাকার আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে। তবে রাজা রাজরার মন্দির তৈরির ক্ষেত্রে তার বৈভব এবং শৌর্যবীর্য এর বিষয়টি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতে যে সকল মন্দির তৈরি হয়েছিল সেগুলির মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজারা। মন্দিরে কোন বিগ্রহ অবস্থান করবেন বা কোন দেবতার পুজো হবে তাও রাজার ইচ্ছানুসারী ছিল। এজন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হতেন। তাদের এবং মন্দিরের বিগ্রহ পুজো অর্চ্চনার জন্য প্রাত্যহিক যে ব্যয় তারও সংস্থান করা হত। এজন্য মন্দিরের নামে রাজারা নিষ্কর জমি দান করতেন, যা দেবোত্তর সম্পত্তি নামে পরিচিত। পরবর্তীতে দেবোত্তর সম্পত্তি ইংরেজ শাসনের সময়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষোভের কারণ হওয়ায় সরকারিভাবে দেবপূজার খরচের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়। একজন্য একটি নতুন বিভাগ বা খরচের উৎসমুখ খোলা হয়। সাধারণের দানের দ্বারাও মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। মানুষ দেবতার সেবার জন্য এই অর্থ দান করে থাকে। সেই দান প্রথা এখনও চালু রয়েছে। তবে রাজারা কোম্পানির গ্রাস থেকে তাদের অধিকারে থাকা ভূসম্পত্তি রক্ষার জন্যও দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে দান করেছিলেন বলে জানা যায়। দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে উৎপাদিত শস্য দেবতার ভোগে লাগানো হত যেমন তেমনই আবার নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কষ্টে পড়া মানুষের আহারের বড় সহায় হিসেবে কাজ করত। বর্তমানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠণ একই ধরনের কাজে নিযুক্ত। তার পুরানো গঠন কিন্তু মন্দিরের ভোগ অন্ন প্রসাদ হিসেবে বিলির প্রথাটিকে অনুসরণ করছে মাত্র আধুনিক পন্থায়। ধারণাটি হল দেবতাকে অর্পণ করা ভোগ অন্ন শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্নভাবে নিবেদন করার মানসিকতাটি বৈজ্ঞানিকভাবে খাদ্যবস্তুর গ্রহণযোগ্যতাকে সবল করে। ভগবানের নামে বিশুদ্ধতা ও বৈজ্ঞানিক পথটিকেও অনুসরণ করা হয়। এতেই মন্দিরের সার্থকতা। বহু জন হিতায়, বহু জন সুখায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়বঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রন্থ রচনায় লেখক প্রভাত কুমার সাহা অশেষ শ্রম দিয়েছেন। এখানে মন্দিরের গঠন-অলংকরণ, টেরাকোটা, মানবিক মুখ, মন্দিরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, মন্দির শিল্পীদের কথা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবতারণা করেছেন। গ্রন্থটিকে তিনি গবেষকদের কাজে লাগবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় বঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা, সমাজ ও সংস্কৃতি

প্রভাত কুমার সাহা

প্রকাশনা : মিত্রম

দাম : ২৮০ টাকা

আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে দোষীদের শাস্তির দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসায় আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে শনিবার দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে কাঁকসা থানার সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা ও পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী অধিকার মঞ্চ এবং পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের সদস্যরা।

আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন কাঁকসা থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসির কাছে দোষীদের শাস্তির দাবিতে ডেপুটেশন জমা দেন আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা। এদিন ডেপুটেশন দেওয়ার পাশাপাশি আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। আদিবাসী সংগঠনের মহিলাদের ওপর বা কাঁকসা ব্লকের কোথাও কোনও মহিলার ওপর নির্যাতন হলে বা ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটলে প্রশাসন যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেয় তবে আগামী দিনে তাঁরা দোষীরা কোন সম্প্রদায়ের তা বিবেচনা করে নিজেরাই আইন হাতে তুলে নেবেন এবং দোষীদের শাস্তি দেবেন।

তাঁদের দাবি, আদিবাসী মহিলাদের জঙ্গলে কাঠ কুড়তে যেতে হয়। এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটতে থাকে, তা হলে আগামী দিনে তাঁরা কী ভাবে জঙ্গলে যাবে। আগামী দিনে যাতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের ওপর কোনও রকম অত্যাচার না হয় তাই প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা। একই সঙ্গে যে সমস্ত জায়গায় মদ গাঁজার আসর বসে সেখানে যাতে হানা দিয়ে পুলিশ তাদের ধরে শাস্তি দেয় সেই বিষয়েও কাঁকসা থানার আইসির কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি তাঁদের আবেদন শুনে এলাকায় নজরদারি বাড়াবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত পাঁচ তারিখ কাঁকসার মলানদিঘি এলাকার জঙ্গলে এক আদিবাসী নাবালিকা তার বান্ধবীকে নিয়ে জঙ্গলে কাঠ কুড়তে যায়। জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে ফেরার পথে এক নাবালক সহ চারজন তাকে জঙ্গলের ভেতর তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। আদিবাসী নাবালিকার বান্ধবী ছুটে পালিয়ে গিয়ে নাবালিকার বাবাকে গোটা ঘটনা জানালে সন্ধ্যা নাগাদ জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে গুরুতর অসুস্থ ও নগ্ন অবস্থায় তাঁর মেয়েকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানেনির্যাতিতা নাবালিকা দুর্গাপুর মহাকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নির্যাতিতার বাবা কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানালে, ঘটনার দিন রাতে কাঁকসা থানার পুলিশ এক নাবালক সহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করে শুক্রবার মহকুমা আদালতে তিন যুবককে এবং নাবালককে আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করে। ধৃত নাবালককে আসানসোল আদালতের বিচারক হোমে পাঠান এবং ধৃত তিনজনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র নিন্দা ঝড় ওঠে বিভিন্ন মহলে।

মণ্ডল সভাপতি বদলের তথ্যে চাঞ্চল্য

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তালিকাটি জাল, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বদলের তালিকা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে। আজ সকালে ওই তালিকা ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কোনও মণ্ডল সভাপতি বদল হয়নি। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তালিকাটি জাল দাবি বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতির। তৃণমূলের কটাক্ষ, এই ঘটনা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ।

আজ সকালে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে বিজেপির প্যাডে ছাপানো একটি তালিকা। সামাজিক মাধ্যমে ওই তালিকা দিয়ে দাবি করা হয় বিষ্ণুপুর এক, তিন ও চার নম্বর মণ্ডলে সভাপতি পরিবর্তন করা হয়েছে। তালিকার নীচে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখার সই ও স্ট্যাম্প রয়েছে। তালিকাটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই পালটা অমরনাথ শাখা সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেন, কোনও মণ্ডল সভাপতি বদল করা হয়নি। তাঁর সই জাল করে এবং জাল প্যাড ব্যবহার করে বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে। এই ঘটনায় সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ জানিয়ে তদন্তের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অমরনাথ শাখা। তৃণমূলের পালটা কটাক্ষ, এই ঘটনাই প্রমাণ করছে বিজেপির অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঠিক কতটা প্রকট।

জল বন্ধের প্রতিবাদে পুরপিতার বাড়ির সামনে সহ অন্যত্র অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল পুরনিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কল্যাণপুরে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে পানীয় জল নেই বলে দাবি। প্রতিবাদে শনিবার রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকাবাসী। এমনকি স্থানীয় কাউন্সিলর অনিমেষ দাসের বাড়ির সামনে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ পৌঁছয়।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, গত দশ দিন কল্যাণপুর এলাকা নির্জলা। এলাকায় পানীয় জল না থাকার কারণে চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে। এমনকি বাধ্য হয়ে পুরসভা থেকে ট্যাঙ্কারের জল কিনতে হচ্ছে। পুরসভা থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রতিনিধিদের অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে এদিন পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় পুরপিতার দাবি, দিও এটি পিএইচই দপ্তরের অন্তর্গত এখানে পুরসভার কিছু করার নেই। তবুও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পাইপলাইনে সমস্যা হওয়ায় এই জলসংকট দেখা দিয়েছে এবং এই সংকট মেটাতে বেশ কিছুদিন ধরে দিবারাত্রি পরিশ্রম করছেন পিএইচই কর্মীরা। তিনি আরও জানান, পুরসভার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে ট্যাংকারের মাধ্যমে। কিন্তু যেসব মানুষের জলের প্রয়োজনীয়তা বেশি তাঁরা স্বল্প মূল্যে পুরসভা থেকে পানীয় জল নিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, দফায় দফায় পথ অবরোধে জিটি রোড ও জাতীয় সড়ক সংযোগকারী রাস্তা এবং স্থানীয় রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুরপিতার আশ্বাসে এলাকাবাসীরা অবরোধ তুলে নেন।

চুরি হওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে মালিকদের ফেরত পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: চুরি হওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল বর্ধমান থানার পুলিশ। গত প্রায় ১০ দিন ধরে বর্ধমান শহরের বেশ কিছু এলাকা থেকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি যায়। বর্ধমান থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হলে তার ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই বেশ কিছু চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চারটি ঠাকুর মন্দির থেকে বেশ কিছু সামগ্রী চুরি হয়। পাশাপাশি একটি মোটর সাইকেলও একটি সাইকেল চুরি হয়। শনিবার সেই চুরি যাওয়া মালপত্র উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ডিএসপি ট্র্যাফিক ২ রাকেশ কুমার চৌধুরী । চুরি হওয়া সামগ্রী ফেরত পেয়ে খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে মঙ্গলকোট থানায় বিশেষ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে শনিবার মঙ্গলকোট থানায় বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিডিও ও বিধায়ক।

পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ব্লকের যে সমস্ত সরকারি অনুমোদিত দুর্গাপুজো কমিটি রয়েছে, তাদের নিয়ে শনিবার বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলকোট থানা চত্বরে।

বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী জানান যে, মূলত দুর্গাপুজো উৎসব হল সর্বজনীন উৎসব। এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে এই অনুষ্ঠান সকলে পালন করবে। পুজোর যে সমস্ত গাইডলাইন রয়েছে সেগুলি সবাইকে মেনে চলতে হবে। প্রশাসনিক বিধিনিষেধ মেনেই যাতে সকলে পুজোর আয়োজন করে সেই সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলকোটের বিডিও জগদীশ চন্দ্র বারুই, মঙ্গলকোট বিধানসভার বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী, কাটোয়ার এসডিপিও কৌশিক বসাক, মঙ্গলকোট থানার আইসি পিন্টু মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম শ্রেণির ছাত্রীর মুখ চেপে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: হুগলির হরিপালে এক স্কুল ছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে ইলিপুর বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির এক ছাত্রী স্কুলে যাচ্ছিল। অভিযোগ, আচমকাই এক ব্যক্তি এসে ওই পড়ুয়ার মুখ চেপে ধরে অপহরণের চেষ্টা করেন। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা সেই ঘটনা দেখে রীতিমতো চিৎকার করতে থাকে। তখনই ওই ছাত্রীকে ছেড়ে দিয়ে চম্পট দেয় ওই ব্যক্তি। এরপরই গোটা গ্রামে চাউর হয়ে যায় 'ছেলেধরা তত্ত্ব'।

ঘটনার তদন্তে নামে হরিপাল থানার পুলিশ। ওই ছাত্রী ও তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। এই ঘটনার পর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন অভিভাবকরা। তাঁদের অভিযোগ, পড়ুয়াদের স্কুলের শৌচালয় ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। উলটে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের প্রশ্ন, রাস্তায় যাতায়াতের সময় কোনও অঘটন ঘটলে সেই দায় নেবে কে?

যদিও, প্রধান শিক্ষক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অপহরণের চেষ্টার ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'শুনেছি স্কুলের বাইরে রাস্তায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।' অপরদিকে, অভিভাবকদের দাবি, স্কুলের সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি একজন সিভিক ভলেন্টিয়রকেও নিরাপত্তার জন্য রাখতে হবে।

দুর্গাপুজোয় কন্যা ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পরিবেশ বাঁচাতে নিজেদের পকেট থেকে খরচ করে প্যান্ডেল বানাচ্ছেন বিগত দু'বছরের বাঁকুড়া জেলার সেরা পুজো শুশুনিয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল ব্যবহার করলে খরচ কমিয়ে আনা যেত অনেকটাই। কিন্তু পরিবেশ দূষণ হত বিপুল। পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য এবং পরিবেশবান্ধব এক বার্তা দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে কাগজ, ভালো গুণগতমানের মাটি এবং বিভিন্ন জৈব পদার্থ। যার জন্য এক লাফে অনেকটাই বেড়েছে বাজেট। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে শুশুনিয়া গ্রাম। শুশুনিয়া গ্রামের পুজো এক ডাকে বলা চলে গোটা জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় থিমের পুজো। অর্থাৎ গ্রামের পূজোর বড় ধামাকা। বাজেট ছাড়িয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। পরিবেশবান্ধব বার্তা ছাড়াও রয়েছে নজরকাড়া থিম। গড্ডালিকার স্রোতে গা না ভাসিয়ে, শিশু কন্যা ভ্রূণ বাঁচানোর থিম বেছে নেওয়া হয়েছে। শুশুনিয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির এ বছরের থিম 'বাঁচিয়ে রেখে শিশুকন্যা, সমাজে আনুন খুশির বন্যা।' পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা বলেন, 'হামেশাই খবর পাওয়া যায়, কন্যা ভ্রূণ হত্যার এবং এই চরম অন্যায় বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। মা দুর্গার বন্দনার মধ্যে দিয়ে আমরা ভবিষ্যৎ দুর্গাদের রক্ষা করার বার্তা দিতে চাই।'

২০১৯, ২০২১ এবং ২০২২ সালে বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান পায় শুশুনিয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি। প্রতি বছরের মতো এই বছরও এক গঠনমূলক বার্তা দর্শনার্থীদের পৌঁছে দিতে চাইছে পুজো কমিটি। জেলা এবং জেলার বাইরের মানুষ মুখিয়ে রয়েছেন শুশুনিয়ার পুজো দেখার জন্য। এই বছর দুর্গা পূজায় শুশুনিয়ার পাদদেশ হতে চলেছে বাঁকুড়া জেলার এক মুখ্য ডেস্টিনেশন।

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, (পশ্চিমবঙ্গ)

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি
কেস নং : ওএ/২৭/২০২৩
সমন- সংশ্লিষ্ট আরডিবি আইনের ধারা ১৯ এর উপ ধারা (৪) অধীনে
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
শ্রীমতি পিঙ্কি মাহাতো এবং অন্যান্য
প্রতি,
(১) শ্রীমতি পিঙ্কি মাহাতো,
স্বামী শ্রী সুমিত মাহাতো, ২৬, দীনবন্ধু লেন (গোরাবাজার), বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১ এবং ভাকুরি , ঘোষ পাড়া, পোস্ট অফিস -চালহিয়া, থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১।
(২) শ্রী সুমিত মাহাতো,
পিতা প্রদীপ মাহাতো, সাকিন- ২৬, দীনবন্ধু লেন (গোরাবাজার), বহরমপুর,জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১।
সমন
যেহেতু, ওএ/১৪/২০২৩ মহামান্য প্রিজাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার সমীপে **২৫.০৭.২০২৩** তারিখে তালিকাভুক্ত হয়েছে.
যেহেতু মহামান্য ট্রাইবুনাল বকেয়া পরিমাণ **৩৬৪৫৯৯৮.৯৭ টাকা** আদায়ের জন্য উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে সমন জারি করেছেন, সেহেতু ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট সমন **২৮.০৯.২০২৩** তারিখে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে অব্যবহিতভাবে প্রকাশ করেছে কিন্তু অনিচ্ছাবশত এই ট্রাইবুনাল সমীপে পরবর্তী শুনানির তারিখ ভুলক্রমে **২৬.০৯.২০২৩** প্রকাশিত হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট কারণে সংশ্লিষ্ট **২৮.০৯.২০২৩** তারিখের আইনি নোটিশের আংশিক সংশোধনক্রমে আপনাদের ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে ক্ষমতাদত্ত আইনজীবী বা অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফত পরবর্তী প্রক্রিয়া/শুনানির সংশ্লিষ্ট মামলায় **১৩.১০.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায়** বা অব্যবহিতভাবে **মহামান্য রেজিস্ট্রার** সমীপে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
আরও অবগত হোন উল্লিখিত তারিখে এবং সময়ে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে উক্ত আবেদনের শুনানি এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ০৫.১০.২০২৩
ট্রাইবুনালের আদেশক্রমে
স্বা/-
রেজিস্ট্রার

SBI এসবিআই, এসিবি মেমারি ব্রাঞ্চ
পো. মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান
টেলিগ্রাম - এগ্রিব্রান, মেমারি - ৭১৩১৪৬, পশ্চিমবঙ্গ
সাধারণ নোটিশ
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি দ্য মহামায়া কোল্ড স্টোরেজ এবং কিছু ব্যক্তির সম্পত্তি মুক্ত করা হয়েছে ব্যাঙ্কের ঋণ বিষয়ে মীমাংসা হওয়ায়। সংশ্লিষ্ট সকল দলিল হস্তান্তর/তুলে দেওয়া হবে অংশীদারগণ এবং ব্যক্তিদের ডিআরটি এর নির্দেশ মোতাবেক। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দলিলগুলি সংশ্লিষ্ট পক্ষের হস্তান্তর করারজন্য ১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ নির্ধারণ করেছে।
কোনও ব্যক্তির কোনও দাবি বা অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ১৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সমুদয় নথি হস্তান্তর করবে ১৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে।
তারিখ : ০৮.১০.২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : মেমারি **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in
সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি/অস্থাবর দফাগুলি অপসারণ/বন্টন/উত্তোলন এর জন্য বিজ্ঞপ্তি
মেসার্স অটো ওয়ার্ল্ড,
স্বত্বা.- শ্রী শম্ভুনাথ ব্যানার্জি, ঠিকানা :- গ্রাম-দাদপুর, খিদিরপুর,পো-পুইনান, থানা-দাদপুর, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৩০৫
শ্রী বিশ্বনাথ ব্যানার্জি, (জামিনদাতা)
ঠিকানা :- গ্রাম-দাদপুর, খিদিরপুর,পো-পুইনান, থানা-দাদপুর,জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৩০৫
এসএআরবি/বিইউআর/টিসি/২০২২-২৩/৩২৪ **তারিখ : ০৭.১০.২০২৩**
প্রিয় মহাশয়,
সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি/অস্থাবর দফাগুলির অপসারণ/বন্টন/উত্তোলন
সংশ্লিষ্ট পত্র নং সার্বা/বার/বিকেবি/২০২২-২৩/৪৪৬ তাং ১৩.১০.২০২২, পত্রের অতিরিক্তে আরও জানানো হচ্ছে , আমরা সংশ্লিষ্ট পত্র নং সার্বা/বার/এনকেআর/২৯৪ তাং ২০.০৭.২০২২ মারফত আপনাদের অনুরোধ করেছিলাম সংশ্লিষ্ট পত্র পাওয়ার তারিখ থেকে উল্লিখিত প্রেমিসেস থেকে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি অপসারণ/গ্রহণকরার জন্য।
সম্পত্তির বিস্তারিত:
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ০.১১ একর শ্রী বিশ্বনাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত গ্রাম -দাদপুর, মৌজা-খিদিরপুর,জেএল নং ৫৮, এলআর দাগ নং ১২৪, এলআর খতিয়ান নং ১০৮, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, দলিল নং ১২১১-২০০৪ সালের, থানা-দাদপুর, জেলা-হুগলি।
২. যাহোক, দেখা যাচ্ছে প্রায় একবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ব্যাঙ্কের দ্বারা স্বত্ব দখলীকৃত প্রেমিসেস থেকে দ্রব্যাদি/অস্থাবর দফাগুলি অপসারণ করা হয়নি।
৩. যেহেতু সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ই-নিলাম মাধ্যমে সফলভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে, আমরা পুনরায় আপনাদের পরামর্শ দিচ্ছি এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তালিকা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রি/ অস্থাবর দফাগুলি অপসারণ করতে, যাতে এইচ১ ডাকদাতাকে শান্তিপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করা সম্ভব হয়।
৪. সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি অপসারণ করা না হলে, ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি/অস্থাবর দফাগুলি বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে, সংগৃহীত অর্থ ঋণ অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং আপনাদের ঋণদায় হ্রাস পাবে।
তারিখ : ০৮.১০.২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : বর্ধমান **এসবিআই এসএআরবি বর্ধমান**

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ
১৮৮/১৮১, নাচন রোড, ভিরিঙ্গি মোড় বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩
ফোন : ০৩৪৩-২৫৮৮১০৩, ফ্যাক্স : ০৩৪৩-২৫৮৮১০৪
DURGAPUR@KVBMAIL.COM
লকার বকেয়া/ভেঙে খোলার জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
যেহেতু, নিম্নে উল্লেখিত আপনারা প্রত্যেকেই ব্যাঙ্কের শাখা থেকে লকার সুবিধা গ্রহণ/ভাড়া করেছেন এবং লকার ভাড়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন নিচের বিবরণ অনুযায়ী :-

ক্রম নং	লকার হোল্ডারের নাম এবং ঠিকানা	লকার নং	সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ভাড়া বাকি এবং আদায়যোগ্য	৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী ভাড়া বকেয়া পরিমাণ এবং আদায়যোগ্য
১.	অনন্ত বিজয় লাহা এস, পিতা মধুসূদন লাহা ডি/৪৬ কেকেএম সরণি সেক্টর ২এ বিধাননগর নিউ টাউনশিপ দুর্গাপুর - ৭১৩২১২	৩১১৫০০১এ০০৫	এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০২৩	১৪৯৬২ টাকা
২.	রবিন রায় পিতা আর রায় এসএস ৪ বিদ্যাসাগর পল্লী দুর্গাপুর - ৭৪৩২১৩	৩১১৫০০১এ০৩০	এপ্রিল ২০১৭ থেকে মার্চ ২০২৩	১০৯৭৪ টাকা
৩.	অভীক চৌধুরী পিতা রঞ্জিত চৌধুরী ১৪/১১ বেনাচিতি দেশবন্ধু নগর দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩	৩১১৫০০১এ০১৫	এপ্রিল ২০১৭ থেকে মার্চ ২০২৩	১০৯৭৪ টাকা
৪.	সঞ্জয় দাস পিতা বিমল চন্দ্র দাস সিডি/৫১ ভিকে নগর এমএএমসি দুর্গাপুর - ৭১৩২১০	৩১১৫০০১এ০২০	এপ্রিল ২০১৪ থেকে মার্চ ২০২৩	১৫২২২ টাকা
৫.	নমিতা শ্রীবাস্তব পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসাদ সিনহা এ/৩৯ মৌলানা আজাদ সরণি সিটি সেন্টার দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬	৩১১৫০০১এ০২২	এপ্রিল ২০১৮ থেকে মার্চ ২০২৩	৮১৪২ টাকা
৬.	বিশ্বজিৎ মহাপাত্র পিতা প্রভাকর মহাপাত্র এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ লি. কোয়ালিটি কমপ্লেক্স ২য় তল ভিরিঙ্গি মোড় দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩	৩১১৫০০১এ০৫৯	এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০২৩	১২৩৯০ টাকা
৭.	সজল চৌধুরী পিতা বিজয় কৃষ্ণ চৌধুরী এবং সবিতা চৌধুরী স্বামী সজল চৌধুরী এবং শুভজিৎ চৌধুরী পিতা সজল চৌধুরী এম ১৩ সরলা লয়া রামকৃষ্ণ পল্লী মিডল গুরুদোয়ারা রোড, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩	৩১১৫০০১এ০৩২	এপ্রিল ২০২১ থেকে মার্চ ২০২৩	৫৩১০ টাকা
৮.	মনোরমা মুখার্জি পিতা ফুদান রায় স্বস্তিকা কো-অপারেটিভ কুরুরিয়া ডাঙ্গা আমরাই দুর্গাপুর - ৭১৩২০৩	৩১১৫০০১এ০৩৫	এপ্রিল ২০১৫ থেকে মার্চ ২০২৩	১৩৮০৬ টাকা
৯.	তপেন রক্ষিত পিতা অনিল রক্ষিত কাপালি পাড়া, চাংদানা দেগঙ্গা উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০০০১	৩১১৫০০১এ০৪৩	এপ্রিল ২০১৮ থেকে মার্চ ২০২৩	৯৫৫৮ টাকা
১০.	অরুণ কুমার দাস পিতা অমূল্য রঞ্জন দাস এবং কনিকা দাস স্বামী অরুণ কুমার দাস বেবি অডিও ভিডিও উত্তরপল্লী বেনাচিতি দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩	৩১১৫০০১এ০৪৪	এপ্রিল ২০১৫ থেকে মার্চ ২০২৩	১৩৮০৬ টাকা
১১.	রাজীব ব্যানার্জি পিতা রমেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি জি-৬, ভিরিঙ্গি নতুনপল্লী পোস্ট দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩	৩১১৫০০১এ০১২	এপ্রিল ২০১৬ থেকে মার্চ ২০২৩	১২৩৯০ টাকা

প্রদেয় লকার ভাড়ার বকেয়া দাবি করে RPAD-এর মাধ্যমে আপনাদের প্রত্যেককে পাঠানো নোটিশও কোনো ফল দেয়নি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ০৬.১১.২০২৩ তারিখে গোদরেজ অ্যান্ড বয়সি কোং-এর দ্বারা লকারগুলি খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে ২৫.১০.২০২৩ তারিখে বা তার আগে ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করার জন্য এবং অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। লকার ভাড়া এবং অন্যান্য খরচের বকেয়া, তা না হলে আপনার ঝুঁকি/খরচ এবং ফলাফলের জন্য প্রস্তাবিত লকারগুলি ভেঙে খোলা হবে। আপনাকে এতদ্বারা আরও জানানো হচ্ছে যে লকার খোলার পরে লকারের দ্রব্যাদি যদি থাকে, আপনার ঝুঁকি, খরচ এবং ফলাফলের জন্য শাখায় পড়ে থাকবে এবং এর বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতির জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। যদি ১৫ দিনের মধ্যে লকার ভাড়ার বকেয়া, লকার খোলার জন্য যে খরচ হয় এবং অন্যান্য খরচ পরিশোধ করে তা দাবি না করা হয়, তাহলে লকারের সামগ্রী বিক্রি করা হবে। আপনার ঝুঁকি এবং খরচে সর্বজনীন নিলাম এবং আপনাকে আর কোন নোটিশ ছাড়াই এর ফলে হওয়া খরচ, বকেয়া ভাড়া এবং অন্যান্য খরচ নিলাম বিক্রয়ের আয় থেকে পুনরুদ্ধার করা হবে।
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
তারিখ : ৩০.০৯.২০২৩ **দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

চাই
মিষ্টি, বেকারি, সল্টি, চাট মাস্টার, সেলসম্যান, হেল্পার প্রয়োজন
চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে
০৭৩৫৮৯ ০৩৩২৫
০৯৪৪২৪ ৮৯৬৬৫

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি
২য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/62/2023 **04.10.2023**
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মুর্শিদাবাদ আদিবাসী গ্রামীণ জনকল্যাণ সমিতি এবং অন্যান্য
প্রতি
(সিডি ১) মুর্শিদাবাদ আদিবাসী গ্রামীণ জনকল্যাণ সমিতি এবং অন্যান্য
৫১/১ নীলমণি ভট্টাচার্য লেন, পো. বহরমপুর, কান্দি, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১
(সিডি ২) মমতাজ বেগম
গ্রাম এবং পো. শেখপাড়া, থানা রানীনগর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১
(সিডি ৩) পারিয়া বেগম
গ্রাম এবং পো. শেখপাড়া, থানা রানীনগর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১
(সিডি ৪) জাহাঙ্গির ফকির
গ্রাম এবং পো. শেখপাড়া, থানা রানীনগর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১
(সিডি ৫) বাবু সরকার
গ্রাম এবং পো. শেখপাড়া, থানা রানীনগর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১
(সিডি ৬) মানসী সাহা
স্বামী শ্রী কাঞ্চন সাহা গ্রাম কৃষ্ণনগর, পো. জিন্নাতপাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০১
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/1109/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১৩৯৭৬৬৭৮ টাকা (এক কোটি উনচল্লিশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার ছশো আটাত্তর টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৩.০৩.২০১২** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৪২০০০ (এক লাখ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **২৩.১১.২০২৩** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০৪.১০.২০২৩
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

বন্যা কবলিত বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি-সহ দলীয় নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বামনগোলা ব্লকের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেখানকার বানভাসি মানুষদের সঙ্গে দেখা করল জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব এবং বিধায়করা। পাশাপাশি বামনগোলা ব্লকের মহানন্দা নদীর বন্যা পরিস্থিতিরও তদারকি করেন তৃণমূল বিধায়করা। শনিবার দুপুরে বামনগোলা ব্লকের মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যা কবলিত বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, দলের জেলার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখার্জি, তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভদীপ স্যানাল সহ দলীয় নেতৃত্ব। এদিন মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর এলাকার বন্যা কবলিত এলাকাগুলি কোথাও পায়ে হেঁটে, আবার কোথাও নৌকো করে পরিদর্শন করেন তৃণমূলের বিধায়ক ও নেতারা। এলাকার এই বন্যা পরিস্থিতি যে ভয়াবহ আকার নিয়েছে তা একবাক্যে স্বীকার করেছেন তৃণমূল দলের উপস্থিত বিধায়করা। পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে বানভাসিদের ব্যাপারেও বিশদভাবে জানাবেন বলেও এদিন জানিয়েছেন বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী।

এদিকে চাঁদপুর গ্রামের বন্যা কবলিত মানুষদের আশেপাশের সরকারি স্কুলগুলিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই সব বানভাসি মানুষদের কাছে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছচ্ছে কিনা এদিন সেই ব্যাপারেও খোঁজখবর নিয়েছেন পরিদর্শনে যাওয়া তৃণমূল দলের বিধায়করা। বানভাসি মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁরা। তবে চলতি মাসে দফায় দফায় মুষলধারে বৃষ্টি, সেই সঙ্গে নদীর জল বেড়ে যাওয়ার কারণেই এই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেও প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, বামনগোলা ব্লকের কয়েকটি এলাকায় এদিন পরিদর্শন করা হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। অনেক মানুষ বিভিন্ন এলাকার স্কুলগুলিতে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদেরকে সব রকমভাবে সাহায্য করার কথা আমরা জানিয়েছি। ব্লক প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ খুব ভালো কাজ করছে। প্রতিনিয়ত বানভাসি মানুষদের সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিলি এবং খাবারের ব্যবস্থা করেছে। যেভাবে এই মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে, তাতেই নদীর জল বেড়ে এই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বানভাসি মানুষদের সঙ্গে কথা বলার পর এই এলাকার বন্যা পরিস্থিতির রিপোর্ট আমরা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরব। পাশাপাশি বানভাসিদের জন্য সমস্ত রকম ভাবে দলের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা করা হচ্ছে।

বনগাঁয় ডেঙ্গুর বলি ৪, বাড়ছে আতঙ্ক, উদ্বেগে স্বাস্থ্য বিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ডেঙ্গুর বলি চার, ক্রমশ বাড়ছে আতঙ্ক। পুজোর মুখে রাজ্যজুড়ে ক্রমশ বাড়ছে ডেঙ্গুর দাপট। প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছেন বহু মানুষ। মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। এবার মধ্যে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হল বনগাঁর ৩ জনের। মৃতদের নাম প্রশান্ত দাস, বনগাঁ পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, নিভা হালদার বনগাঁ পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও শিপ্রা সেন বনগাঁ পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। প্রশান্ত দাসের স্ত্রী সুস্মিতা দাস জানিয়েছেন কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন তার স্বামী। শারীরিক অবনতি হওয়ার ফলে বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। এরপর সেখানেই মৃত্যু হয় প্রশান্তর। শোকের ছায়া পরিবারে। পরিবারের পক্ষ এও বলা হয় মারা যাওয়ার পরে বাড়িতে মশা মারার স্প্রে ছেটানো হচ্ছে। প্রশাসন যদি আগে পদক্ষেপ নিতে তাহলে আজকে এই ঘটনা ঘটত না। পাশাপাশি নিভা হালদারের ছেলে অমিত হালদার বলেন, গত বৃহস্পতিবার মা মারা গিয়েছেন। কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন রক্ত পরীক্ষা করে জানা গিয়েছিল তিনি ডেঙ্গু আক্রান্ত। এরপর হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। এলাকায় নোংরা আবর্জনা এবং জল জমে রয়েছে প্রশাসন যদি তৎপর হত তাহলে এমন ঘটনা ঘটত না। মারা যাওয়ার পরও প্রশাসনের কোনো হেলদোল নেই বলে অভিযোগ অমিত হালদারের। এই নিয়ে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, যারা মারা গিয়েছেন তারা সকলেই বাইরে থেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন। বনগাঁ পুরসভার মধ্যে থেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে এমন কোনও খবর নেই। আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে। যদিও এই বিষয় নিয়ে বিজেপির অভিযোগ এটা এখন বাইপাস সরকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে যা হচ্ছে সেটাকে বাইপাস করে কাটিয়ে দিচ্ছে এই সরকার। এটা তাদের গাফিলতি সেই কারণেই এইভাবে প্রত্যেকদিন ডেঙ্গুতে প্রাণ হারাচ্ছে মানুষ। পাশাপাশি বনগাঁ ব্লকের বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্ধন বেড়িয়ায় সীমা বিশ্বাস নামে বছর চল্লিশের এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। শুক্রবার কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিন কুড়ি ভেন্টিলেশনে ছিলেন। শুক্রবার তার মৃত্যুর হয়।

দুর্গোৎসবকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক বৈঠক আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরামবাগ থানা এলাকায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে শনিবার আরামবাগ থানা এলাকার ১৮২টি নথিভুক্ত পুজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটি সমন্বয় বৈঠক হয়। এই সমন্বয় বৈঠকে পুজোর অনুমতি থেকে শুরু করে বিসর্জনের বিষয়-সহ সবকিছু নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এসডিও এবং বিডিও অফিস সহ ফায়ার, ইলেকট্রিক, এক্সাইজ সমস্ত দপ্তরের প্রতিনিধি এই সমন্বয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মূল্যবান বক্তব্য পুজো কমিটিগুলোর সামনে তুলে ধরেন। সমন্বয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও আরামবাগ অভিষেক মণ্ডল, আইসি আরামবাগ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর আরামবাগ বরুণ ঘোষ, ওসি আরামবাগ ট্রাফিক গার্ড-সহ অন্যান্য আধিকারিক। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল জানান, আমরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর। সকল পুজো কমিটিগুলিকে আইন মেনে পুজো পরিচালনার কথা বলা হয়। যদিও কোনও অসুবিধা হয় তাহলে স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়। অপরদিকে, আরামবাগ থানার আইসি বরুণ ঘোষ বলেন, সমস্ত পুজো কমিটির সদস্যদের সিসিটিভি লাগানোর কথা বলা হয়েছে । তার সঙ্গে পুজো মণ্ডপে কোনও বাচ্চা ছেলেদের ভলান্টিয়ার করতে নিষেধ করা হয়। পুজোর অনুমতিসহ সকল কাগজপত্র সঠিক ভাবে রাখার বার্তা দেন তিনি। অন্যদিকে এই বিষয়ে এক ক্লাবের সদস্য প্রসাদ কুমার বসাক জানান, আরামবাগ থানার উদ্যোগে পুজো উপলক্ষ্যে এক প্রশাসনিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেই বৈঠক থেকেই প্রশাসনিক কর্তারা যা নির্দেশ দিয়েছেন তা মানা হবে।

সেপটিক চেম্বারের জল খালে ফেলায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: সেপটিক চেম্বার থেকে নোংরা তুলে নিয়ে গিয়ে খালে ফেলায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে হাওড়ার শ্যামপুরের দেওড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে শ্যামপুর থানা এলাকার দেওড়ায় খালের উপর সেপটিক চেম্বার থেকে ময়লা তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়। পরে স্থানীয় মানুষ বাধা দিয়ে ময়লা ভর্তি গাড়িটিকে আটক করে এবং গাড়িটিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে ময়লা ভর্তি গাড়িটিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তার আগে যা বিপদ হঠাৎ ঘটে গিয়েছে। সেপটিপ চেম্বারের ময়লা ভর্তি গাড়িটির আশি শতাংশ ময়লা খালে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আর এই ঘটনার ফলে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকার খালের জল ব্যবহারকারী মানুষের মধ্যে। প্রসঙ্গত শ্যামপুরের বিভিন্ন এলাকায় সুতিখাল, নেচা খাল রয়েছে এবং রূপনারায়ণের জলে সেই নাচা খাল, সুতিখালগুলি পুষ্ট হওয়ায় কয়েক হাজার মানুষ এই খালের জল আজও ব্যবহার করে। গৃহস্থলির কাজকর্ম করে এবং স্নান করে। কিন্তু এদিন এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষত যারা খালের জল ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে এই আতঙ্ক দেখা গিয়েছে। অনেকেই না জেনে খালের জল ব্যবহার করার পর বিষয়টা যখন জানতে পারে আতঙ্কে বমি করতে শুরু করে দেয়।

সিকিমে ঘুরতে গিয়ে বিপর্যয়ের মধ্যে বাগদার নবদম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: সিকিমে ঘুরতে গিয়ে বিপর্যয়ের মধ্যে বাগদার নবদম্পতি। মাস সাতেক আগে বিয়ে হয়েছে বাগদার রানিহাটির বাসিন্দা নির্মল বাইনের সঙ্গে হেলেঞ্চার বাসিন্দা অঞ্জনা চৌধুরীর। পরিবার সূত্রে জানা যায়, কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকার কারণে বিয়ের পর অঞ্জনা ও নির্মল কোথাও ঘুরতে যেতে পারেনি। কিন্তু সম্প্রতি ছুটি পাওয়াতে সিকিমে ঘুরতে যায় নব দম্পতি। আর সেখানে গিয়েই বিপত্তি। সিকিমের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয় তাদের। এই ঘটনায় দুই পরিবারের জানাজানি হতেই দুশ্চিন্তায় পড়েন পরিবারের সকলে। সিকিমে বন্যা পরিস্থিতি কারণে সেখানে ফোনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি পরিবারের কেউ। শুক্রবার শিলিগুড়ি আর্মি ক্যাম্প মারফত জানানো হয় নির্মল ও অঞ্জনা দু'জনেই সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন। যেই হোটেলে তারা আছেন সেখান থেকেও তাদের বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় যে দুইজনেই ভালো আছেন। সেখানে তারা এই মুহূর্তে সিকিমের লাচেনে আছেন। তাও দুশ্চিন্তা কাটছে না পরিবারের। পরিবারের দুই সদস্য বাড়ি ফিরে আসুক কাতর আর্জি জানিয়েছেন পরিবারের সকলে।

অর্থের সংস্থান হলেই ডিএ পাবেন, দাবি মানস ভুঁইয়ার

সুমন তালুকদার ● বারাসাত

কেন্দ্র টাকা আটকে রেখেছে, তাছাড়া বাম জামানার ধার করা টাকার সুদ ও আসল দিতে গিয়েই সমস্যা হচ্ছে সরকারের। তারমধ্যেই মাসপয়লা মাহিনা, পেনশন ও উন্নয়ন, মাথা ঠান্ডা করে একনাগাড়ে চালিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিন্তা করবেন না। টাকার সংস্থান হলেই রাজ্যের মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রী ডিএ দিয়ে দেবেন বলে শনিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পঞ্চায়েতিরাজ শাখার রাজ্য কমিটির উদ্যোগে রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠানে এসে জানালেন ডঃ মানস রঞ্জন ভুঁইয়া। এদিন বারাসাত রবীন্দ্র ভবনে সংগঠনের রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের চেয়ারম্যান তথা জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী, নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্না সুলতানা মীর, সংগঠনের কনভেনার প্রতাপ নায়েক, সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্যকারী সভাপতি ভাস্কর নন্দী সহ অন্যান্যরা। এদিন রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে সংগঠনের সদস্যরা রবীন্দ্র ভবনে উপস্থিত হন। মানস বাবু এদিন রাজ্যের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঝড় উঠেছে। রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষের হকের পাওনা আদায়ের ঝড়। এর মধ্যে শুধু তৃণমূলের লোকেরাই নেই সব রাজনৈতিক দলের লোক রয়েছে। আথচ মানুষের পাওনা আদায়ে সব রাজনৈতিক দলের নেতারাই মুখে কুলুপ এটেছে। একা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার তৃণমূল রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে। এর পাশাপাশি সংগঠকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিডিও, বিএলআরও অফিসে কিছু কেউটে সাপ বসে আছে। তাদের জন্য সাধারণ মানুষ হেনস্তা হচ্ছেন। তারা নানাভাবে রাজ্যের ফাইল আটকে রাজ্য ও রাজ্যবাসীর উন্নয়ন আটকাতে চাইছে। তাদের খুঁজে বের করতে হবে। কোনও ভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে আটকে রাখা যাবে না। তিনি আরও বলেন, নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ শেষে ডিপিআরডিও অফিসের দিকে নজর রাখতে হবে। ওখানেই আসল ঘুঘুর বাসা হয়ে আছে। যারা অফিসে এসে পদন্নোতি আর বদলি আটকাতে ফেডারেশন আর বাড়ি গিয়ে বা পাড়ায় অন্যকিছু করছে তাদের ব্যাপারেও সাবধান হন। এদিন নারায়ণ গোস্বামী বলেন, জেলার কোথাও কাজ করতে গিয়ে সমস্যা হলে আমাকে জানান আমি ব্যবস্থা নেব। আপনারা কাজ করুন, কারণ গ্রামীণ ক্ষেত্রের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন আপনাদের মাধ্যমেই পাবেন। তাই রাজ্য সরকারের ভাবমূর্তি বজায় রাখার দায়িত্ব আপনাদের।

অন্ধকারে ডুবে গ্রাম, বিদ্যুৎ কর্মীদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: অন্ধকারে ডুবে গ্রাম বিদ্যুৎ কর্মীদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। তিনদিন ধরে অন্ধকারে ডুবে গ্রাম। স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জানিয়ে কোনও মেলেনি সুরাহা। এমনই অভিযোগে শনিবার বিকেলে গ্রামে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এসে পৌঁছতেই তাদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখালো বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের বক্তব্য, যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রামের বিদ্যুৎ স্বাভাবিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ কর্মীদের যেতে দেবে না। বনগাঁ থানার গাড়াপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটাবাগান এলাকার ঘটনা। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নাকফুল কাঁটাবাগান এলাকায় কয়েকশো পরিবারের বসবাস। দুটি ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। এলাকায় বেশিরভাগ সময় কারেন্ট থাকে না। একটি ট্রান্সফরমার খারাপ থাকায় বিদ্যুৎ এলেও ভোল্টেজ কম থাকে এতে চরম সমস্যায় পড়েন গ্রামের বাসিন্দারা। অভিযোগ একাধিকবার গাড়াপোতা বিদ্যুৎ দপ্তরে বিষয়টি লিখিতভাবে জানালেও শুধু মিলেছে আশ্বাস। ফের দিন তিনেক ধরে ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে বিদ্যুৎ না থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের বক্তব্য, যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রাম গ্রামে বিদ্যুৎ স্বাভাবিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ছাড়া হবে না ছাড়া হবে না। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ কর্মীরা জানিয়েছেন, আমরা অফিস থেকে খবর পেয়ে এসেছি। ট্রান্সফরমার বিকল অবস্থায় রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, যদিও দীর্ঘ সময় পর বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হলে বিক্ষোভ তুলে নেয় স্থানীয়রা।

ঐতিহ্য মেনে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন গোঘাটের শীতলচন্দ্র বিদ্যা মন্দিরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার গোঘাট বিধানসভার অন্তর্গত কুমুড়শা পঞ্চায়েতের কুমুড়শা শীতলচন্দ্র বিদ্যা মন্দিরের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উৎসব ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শনিবার। স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এদিন একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। শোভাযাত্রাটি গোটা গ্রাম পরিদর্শন করেন। এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, পড়ুয়া সহ প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরা। জানা গেছে, গ্রামের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ১৯৭৩ সালে তৈরি করা হয়েছিল এই স্কুলটি। সেই সময় স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাদলার বাসিন্দা প্রয়াত ধুলোটচন্দ্র দে। তাকে স্কুলের জন্য ভূমিদান করে সাহায্য করেছিলেন গ্রামের বেশ কিছু মানুষ বলে স্কুল সূত্রে জানা গেছে। স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজ সত্য স্বামী নিহিতা নন্দ। দু'দিন ধরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে স্কুলের পক্ষ থেকে। স্কুলের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গ্রামবাসী। বতর্মানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পায় ৮৬০ এর কাছাকাছি। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন সুবীর দে এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক মনমোহন ঘোষ। এদিন শহিদ বেদী এবং স্কুল প্রতিষ্ঠাতার মাল্যদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষক সুবীর দে বলেন, সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উৎসব পালন করা হচ্ছে। স্কুলের ঐতিহ্য বজায় রেখে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে সামিল হন।

পুজোয় প্লাস্টিক বর্জনে মিলবে পুরস্কার, জোর টক্কর বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: পরিবেশ সুরক্ষিত করতে অভিনব উদ্যোগ প্রশাসনের। পুজোয় প্লাস্টিক বর্জনে মিলবে পুরস্কার। কম প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর থাকবে নম্বর। তার ভিত্তিতেই মিলবে পুরস্কার। প্রশাসনের এই উদ্যোগে জোর টক্করে সামিল হচ্ছে বসিরহাটের পুজো উদ্যোক্তারা।

বিগত বছর গুলিতে দেখা গিয়েছে মণ্ডপ, প্রতিমা, কখনো পরিবেশ তথা আলোকসজ্জায় পুজো উদ্যোক্তারা সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিতে প্রতিযোগিতায় সামিল হত। তবে এবার প্লাস্টিকের ব্যবহারে পরিবেশের ক্ষতির কথা মাথায় রেখে প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়তে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল। সবকিছুর পাশাপাশি প্লাস্টিক বর্জনে উপর ভিত্তিকরে মিলবে পুরস্কার। প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে পুজো উদ্যোক্তাদেরই এক নতুন প্রতিযোগিতায় সামিল করল প্রশাসন। সেই মর্মেই শুক্রবার বসিরহাট টাউন হলে বসিরহাটের মহকুমা শাসক, পুলিশ প্রশাসন ও বসিরহাট পুরসভাকে সঙ্গী করে বসিরহাট, টাকি ও বাদুড়িয়ার মতো শহরের বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে এক বৈঠক করেন। পুজো মণ্ডপ তথা মণ্ডপ চত্বরে কম থেকে কম প্লাস্টিক ব্যবহার করতে হবে। পুজো উদ্যোক্তাদের একদিকে যেমন প্লাস্টিক বর্জন করার কথা বলা হয়। অন্যদিকে, প্লাস্টিক বর্জন করলে যে মিলবে সরকারি পুরস্কার সেটাও জানিয়ে দেওয়া হয়। এই পুজো সংক্রান্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাটের মহকুমা শাসক রাজীব কুমার, বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডঃ জবি থমাস কে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী সহ বসিরহাট, টাকি ও বাদুড়িয়া পুর এলাকার প্রায় শতাধিক পুজো উদ্যোক্তারা। প্লাস্টিক বর্জনের পাশাপাশি ডেঙ্গু সচেতনতার বার্তা পুজো মণ্ডপ থেকে দিতে হবে এমনই নির্দেশিকা দেওয়া হয়। পাশাপাশি বসিরহাট পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে ২০২৩ এর টাকি, বসিরহাট ও বাদুড়িয়ার পুজোর জন্য একটি গাইড ম্যাপও প্রকাশ করা হয়। তবে প্লাস্টিক বর্জন করতে এই অভিনব প্রতিযোগিতায় পুজো উদ্যোক্তারা যে একে অপরকে জোর টক্কর দেবেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রত্যর্পণ কর্মসূচিতে তিন কোটি টাকার মোবাইল ফিরিয়েছে ঝাড়গ্রাম পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শনিবার প্রত্যর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ৩০৪ জনের হাতে ফোনগুলি তুলে দিয়েছে। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলির আনুমানিক মূল্য ৩৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। ২০১৯ সালে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ এই কর্মসূচির সূচনা করে। ২০১৯ সালে ৫৮০ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। আনুমানিক মূল্য ছিল ৬০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ২০২০ সালে ২০১ জনের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যার মূল্য ছিল ২১ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা। ২০২১ সালে ৬৩৪ জনের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়, যার আনুমানিক মূল্য ছিল ৬৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। ২০২২ সালে ৫০৩ জনের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়, যার মূল্য ছিল ৫৯ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ১৮০ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হয়। যার মূল্য ছিল ২৩ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ৪০৮ জনের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়, যার আনুমানিক মূল্য ৫২ লক্ষ বারো হাজার টাকা। শনিবার ৩০৪ জনের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়, যার আনুমানিক মূল্য ৩৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা।

হঠাৎ বন্ধ পোস্ট অফিস, পোস্ট মাস্টারকে তালা বন্ধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথপুর: রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুর দুই নম্বর ব্লকের নীলডি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসে হঠাৎ করে পুজোর আগে কাজ কর্ম বন্ধ করে দেওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে গ্রামবাসীদের। এই পোস্ট অফিসে প্রায় ১৫০০ টি অ্যাকাউন্ট রয়েছে যারা এই পোস্ট অফিসের মধ্য দিয়ে টাকা লেনদেন করেন। এই পোস্ট অফিসের মধ্যে দিয়ে প্রায় ১৫টি গ্রামের চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়। কিন্তু হঠাৎ কেন এমন হল? গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নিলডি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস বন্ধ করে রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সাব পোস্ট অফিস খোলা হচ্ছে যার ফলে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাক্তন শিক্ষক অক্ষয় মণ্ডল জানান, প্রায় একশো বছরের পুরনো পোস্ট অফিস বন্ধ করে দিলে ১৫টি গ্রামের মানুষকে অনেক ভোগান্তিতে পড়তে হবে, তাদের সমস্ত নথির ঠিকানা পরিবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি যে সমস্ত মানুষ পোস্ট অফিসে আমানত করেছেন তাদের লেনদেনের জন্য অনেক দূরে যেতে হবে। হঠাৎ করে গ্রামের মানুষের না মতামত নিয়ে না জানিয়ে পোস্ট অফিসের কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় পোস্ট মাস্টার ও পিওনকে পোস্ট অফিসের তলা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। গ্রামবাসীদের দাবি, পোস্ট অফিসের স্থান পরিবর্তন করা যাবে না এবং পোস্ট অফিসের কাজ অবিলম্বে চালু করতে হবে। ঘটনাস্থলে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ পৌঁছয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ভোটের মুখে রাজস্থানেও এবার জাতিগত জনগণনা!

রাজস্থান, ৭ অক্টোবর: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের মূল হাতিয়ার হতে চলেছে জাতিগত জনগণনা। একাধিক সাম্প্রতিক জনসভায় সে ইঙ্গিত দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। এবার কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে জাতিগত জনগণনা শুরু করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কংগ্রেস। শুক্রবার কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ঘোষণা করলেন, বিহারের মতো সেরাজ্যেও জাতিগত জনগণনা হবে।

আসলে আসন্ন জনগণনায় জাতপাতের উল্লেখ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। অর্থাৎ দেশের কত শতাংশ বাসিন্দা তপসিলি জাতি বা উপজাতির, কত শতাংশ ওবিসি, কিছুই ঘোষণা করা হবে না। কেন্দ্রের দাবি, এভাবে আলাদা করে জাতপাত ঘোষণা করলে বিভেদ বাড়বে। বিরোধীরা তাতে নারাজ। বিরোধী শিবিরের দাবি, আলাদা আলাদা শ্রেণির মানুষের সংখ্যা জানলে তাদের জন্য কাজ করতে সুবিধা হবে সরকারেরই। কোন শ্রেণির মানুষ কত শতাংশ, সেটা জানলে সেই মতো প্রকল্প তৈরি করা যায়।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের পালটা হিসাবে বিহার সরকার আলাদা করে জাতিগত জনগণনা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জাতিগত জনগণনার রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, বিহারের জনসংখ্যার ৬৩ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণি সম্প্রদায়ের। তার মধ্যে ৩৬ শতাংশই অত্যধিক অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত। জেনারেল কাস্টের অন্তর্গত রয়েছেন ১৫ শতাংশ জনতা। এছাড়াও তপসিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন ১৯ শতাংশ। সেই রিপোর্ট সামনে আসতেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

রাহুল গান্ধি নিজেই প্রশ্ন তুলছিলেন এত বেশি সংখ্যক ওবিসিদের প্রতিনিধিত্ব কেন্দ্রীয় স্তরে কম কেন? এমনকী কংগ্রেসের অন্দরেও জাতিগত জনগণনা নিয়ে সরব হওয়ার দাবি উঠছিল। সেই দাবি মেনেই ভোটের মুখে রাজস্থান সরকার জাতিগত জনগণনা করার সিদ্ধান্ত নিল।

২০-২৫ বছরের মধ্যেই মহাকাশে স্পেস স্টেশন গড়বে ইসরো

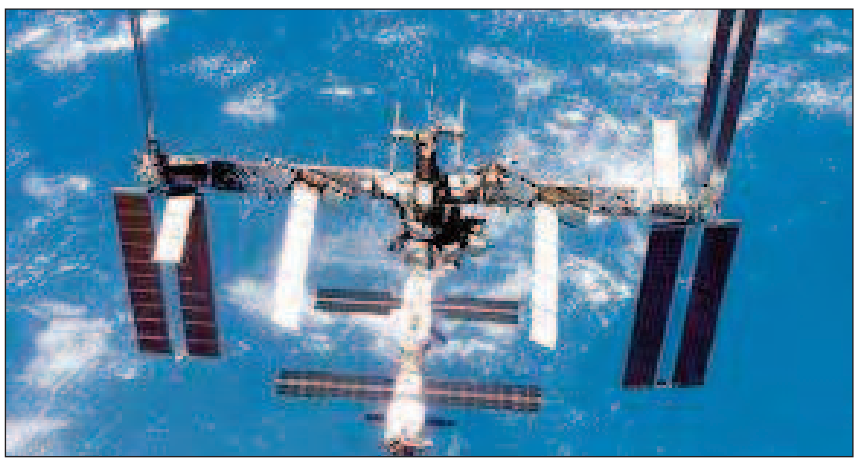

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর: মহাশূন্যে একছত্র রাজত্ব চালাচ্ছে ভারত। চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের পর সূর্যের কক্ষপথেও মহাকাশযান পাঠিয়েছে ইসরো। এবার একইসঙ্গে মঙ্গল ও শুক্র গ্রহেও মহাকাশযান পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। একের পর এক মিশনে সাফল্য মিললেও, মহাকাশে এখনও স্পেস স্টেশন নেই ভারতের। মহাশূন্যে আমাদের দেশও কবে স্পেস স্টেশন তৈরি করবে, এই প্রশ্নই করা হয়েছিল ইসরো প্রধান এস সোমনাথকে। জবাবে তিনি বললেন, 'আগামী ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যেই ইসরো স্পেস স্টেশন তৈরি করবে।'

একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ইসরো প্রধান এস সোমনাথ বলেন, 'আমাদের গগনযান প্রকল্পে মহাশূন্যে মানুষ পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই অভিযান সফল হলেই আমরা মহাকাশে স্পেস স্টেশন তৈরি করার চিন্তাভাবনা শুরু করব।'

মহাকাশে ভারতের স্পেস স্টেশন তৈরি করতে কত সময় লাগবে, এই প্রশ্নের উত্তরে এস সোমনাথ বলেন, '২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যেই স্পেস স্টেশন তৈরি করা সম্ভব হবে বলে মনে করছি আমরা'। তিনি আরও বলেন, 'আমরা ধাপে ধাপে এগোচ্ছি। দীর্ঘ সময়ের জন্য মহাকাশে মানুষ পাঠানো এবং আরও কয়েকটি মহাকাশ অভিযান আমাদের লক্ষ্যের তালিকায় রয়েছে।'

গগনযানের পর ইসরোর কী কী পরিকল্পনা রয়েছে, সে সম্পর্কে জানতে চাইলে এস সোমনাথ বলেন, 'এর পরের পদক্ষেপই হল স্পেস স্টেশন তৈরি। তার পরে আমরা চাঁদে ফের মহাকাশযান পাঠাবো, তবে সেই মহাকাশযানে মানুষ থাকবে। এটাই আমাদের পরিকল্পনা।'

এর আগে ইসরোর প্রাক্তন প্রধান কে শিবনও জানিয়েছিলেন, ইসরো নিজস্ব একটি স্পেস স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা করছে। আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের থেকে আলাদাভাবে কাজ করবে ভারতের এই স্পেস স্টেশন। যেহেতু একক প্রচেষ্টায় এই স্পেস স্টেশন তৈরি করা হবে, তাই আকারে তা আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের থেকে ছোট হবে। সেখানে মাইক্রো গ্র্যাভিটি সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। এখনই মহাকাশে ভ্রমণ বা পর্যটন শুরু করার কোনও পরিকল্পনা নেই বলেই জানিয়েছে ইসরো।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সালে আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, কানাডা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে মহাকাশে প্রথম স্পেস স্টেশন তৈরি করা হয়েছিল।

ভোটের তেলঙ্গানায় ফের ভাঙন কেসিআরের দলে

অমরাবতী, ৭ অক্টোবর: বিধানসভা ভোটের আগে তেলঙ্গানায় আবার ভাঙন ধরল মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের (কেসিআর) দলে। শুক্রবার বিআরএসের বিধান পরিষদ সদস্য কাশীরেড্ডি নারায়ণ রেড্ডি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। দিল্লিতে গিয়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি।

নারায়ণের সঙ্গেই বিআরএসের প্রভাবশালী নেতা ঠাকুর বালাজি সিংও শুক্রবার কয়েকশো অনুগামীকে নিয়ে কংগ্রেসে শামিল হন। অন্যদিকে, আদিলাবাদ অঞ্চলের প্রভাবশালী নেতা তথা খানাপুরের গত দু'বারের বিধায়ক অজমেরা রেখা শনিবার বিআরএস ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে রাহুল গান্ধির উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসে যোগ দেবেন তিনি।

নভেম্বর-ডিসেম্বরে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মিজোরামের সঙ্গেই তেলঙ্গানায় বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। আগামী সপ্তাহে নির্বাচন কমিশন অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে এক দশক আগে তৈরি হওয়া রাজ্যে ভোটের দিন ঘোষণা করতে পারে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর-এর বিআরএস, বিজেপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে গত দু'মাসে বিআরএস এবং বিজেপি ছেড়ে বেশ কিছু নেতা কংগ্রেসে শামিল হয়েছেন।

ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে দ্বিমত আমেরিকায়!

ওয়াশিংটন, ৭ অক্টোবর: ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিপক্ষে জনমত বাড়ছে আমেরিকায়। সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা এক রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। এই দাবি সত্যি হলে কিয়েভের জন্য তা অশনি সংকেত।

সম্প্রতি ইপসোস প্রকাশিত এক রিপোর্ট মোতাবেক, ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করা নিয়ে আমেরিকার প্রধান দুই রাজনৈতিক দলে সমর্থন কমে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই কিয়েভের জন্য এটা সতর্কবার্তা। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনের সবথেকে বড় অস্ত্র সরবরাহকারীদের মধ্যে অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওই সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪১ শতাংশ মনে করেন আমেরিকার উচিত ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করা। ৩৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং বাকিরা উত্তর দেননি। গত মে মাসের অন্য এক সমীক্ষায় যা ছিল যথাক্রমে ৪৬ ও ২৯ শতাংশ।

ইউক্রেনের জন্য বাড়তি ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিলের যে অনুরোধ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন করেছেন, তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে বিতর্কের মধ্যে দেশজুড়ে অনলাইনে এই সমীক্ষা হয়। ২৪ বিলিয়ন ডলার তহবিলের মধ্যে ১৭

বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দেওয়ার কথা বলেছেন বাইডেন। সমীক্ষায় আরও দেখা গিয়েছে, কিয়েভকে অস্ত্র জোগানে মত রয়েছে ৫২ শতাংশ ডেমোক্র্যাটের। গত মে মাসে যা ছিল ৬১ শতাংশ। আর রিপাবলিকানদের মধ্যে ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহে মত দিয়েছে মাত্র ৩৫ শতাংশ। গত মে মাসে যা ছিল ৩৯ শতাংশ।

উল্লেখ্য, ওয়াকিবহাল মহল বলছে, ইউক্রেনকে বেহিসাব সামরিক সহায়তার ফলে আমেরিকার অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে এই সহায়তা নিয়ে আমেরিকার অন্দরেই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এমনিতেই মুদ্রাস্ফীতিতে জেরবার বাইডেনের দেশ। এমতবস্থায় ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য বন্ধের পক্ষেই সওয়াল করছেন সে দেশের বহু জনপ্রতিনিধি।

হ্যান্ড গ্রেনেড ফেটে মৃত্যু হয়েছে ওয়াগনার প্রধানের: পুতিন

মস্কো, ৭ অক্টোবর: গ্রেনেড ফেটেই মৃত্যু হয়েছে ওয়াগনার প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের। জল্পনা উসকে দাবি করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর এই দাবিতে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন বিশ্লেষকদের অনেকেই।

শুক্রবার, পুতিন মুখ খুললেন প্রিগোজিনকাণ্ড নিয়ে। দুর্ঘটনার তত্ত্ব উড়িয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট দাবি করেন মাঝ আকাশে হ্যান্ড গ্রেনেডে ফেটে মৃত্যু হয়েছে ওয়াগনার প্রধানের। তাঁর অফিস থেকে মিলেছে কেজি কেজি মাদক। তবে কি বিমানের মধ্যে গুপ্ত ঘাতকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হচ্ছিল তাঁর? মৃত্যু নিশ্চিত বুঝে শেষ মুহূর্তে আত্মঘাতী হামলা চালান প্রিগোজিন? এমন প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। পুতিন বলেছেন, নিহতদের দেহের মধ্যে হ্যান্ড গ্রেনেডের টুকরো মিলেছে। বিমানের বাইরের অংশের কোনও ক্ষতি হয়নি।

এদিন, পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা সফল হয়েছে বলে দাবি জানালেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দিলেন রাশিয়ার ক্ষতি করতে যে বা যারা উদ্যত হবে, তারা কেউ বেঁচে

থাকবে না। 'বুরভেস্টনিক' নামের এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা আগে অনেকবার ব্যর্থ হওয়ার খবর এসেছিল। পুতিন আগেই বলেছিলেন এই ক্ষেপণাস্ত্রের সমকক্ষ আর একটিও এখন পৃথিবীতে নেই। পুতিনের দাবি, এটি একটি অদ্বিতীয় অস্ত্র। এটি রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে অনেক শক্তিশালী করবে। যারা ক্ষিপ্তভাবে উগ্র ও আগ্রাসী কথাবার্তা বলে রাশিয়াকে হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করছে তাদের এখন থেকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হবে। জানা গিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রটি পথ পরিবর্তন করে তার লক্ষ্যে আঘাত করতে পারে। এটি উৎক্ষেপণ করতে যে যানটি সাহায্য করে সেটি শব্দের চেয়ে বেশি গতিতে চলে। এর ওয়ারহেডগুলো আলাদা আলাদা লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারে। এতে যে কটি ওয়ারহেড রয়েছে, যে গতিতে এটি যাত্রা করে তাতে এটি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ক্ষেপণাস্ত্র। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দূরত্বে আঘাত হানতে সক্ষম।

বিহারে রাস্তায় বসেই পড়াশোনা স্কুলপড়ুয়াদের

পাটনা, ৭ অক্টোবর: ভারী বৃষ্টিতে ক্লাস ঘরে জল ঢুকে পড়ায় সমস্যায় পড়ুয়ারা। অগত্যা রাস্তার উপরে বসেই ক্লাস করতে হচ্ছে বিহারের ৭০ জন স্কুলপড়ুয়াকে। সে রাজ্যের বাঁকা জেলার অমরপুর ব্লকে রয়েছে মাঝগাঁও প্রাথমিক স্কুল। স্কুলে রয়েছে ৭০ জন পড়ুয়া। আছেন দু'জন শিক্ষক। গত কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে সেই স্কুলের শ্রেণিকক্ষগুলি জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে। তাই রাস্তায় বসেই পড়াশোনা করছে খুদে পড়ুয়ারা।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোজ কুমার পাসোয়ান জানিয়েছেন, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-কে পরিস্থিতির কথা সবিস্তারে জানানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, তার পরেও স্থানীয় প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি। প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'ক্লাসে জল জমে রয়েছে। নিরুপায় হয়ে আমরা পড়ুয়াদের স্কুলের সামনের রাস্তাতে বসিয়েই পড়াশোনা করাচ্ছি।'

আবারও কেঁপে উঠল নেপালের বাজং, কম্পনের মাত্রা ৫.৩

কাঠমাণ্ডু, ৭ অক্টোবর: নেপালের বাজং জেলায় ফের ৫.৩ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সেখানকার মানুষদের মধ্যে এজন্য আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। গত মঙ্গলবার বাজং জেলায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের চার দিন পর শনিবার আবারও ভূমিকম্পের কারণে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। শনিবার সকাল ১১টা ৪৫ থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত তিনটি বড় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই কম্পনের তীব্রতা রিখটার স্কেলে ছিল ৪.৫ থেকে ৫.৩ পর্যন্ত।

নেপালের জাতীয় ভূমিকম্প পরিমাপ কেন্দ্র জানিয়েছে, গত মঙ্গলবারের ৫.৩ এবং ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পের পর শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত অনেক আফটারশক অনুভূত হলেও শনিবার আবারও ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয় বাজং জেলার ভাতেখোলা গ্রামে। বাজং জেলার প্রধান জেলা আধিকারিক নারায়ণ পান্ডে জানান, সবচেয়ে বড় ভূমিকম্পটি অনুভূত হয় সকাল ১১টা ৪৫ নাগাদ। তারপরে এক ঘন্টার ব্যবধানে আরও দুটি কম্পন অনুভূত হয়। এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পান্ডে জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ জানার চেষ্টা চলছে।

এদিকে, শুক্রবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহল, বাজং-এর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণও ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী দাহল ভূমিকম্পে যাদের বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণাও করেন।

ভেঙে পড়ল বিমান, কানাডায় নিহত ২ ভারতীয় পাইলট

ওটায়া, ৭ অক্টোবর: কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় ভেঙে পড়ল বিমান। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই ভারতীয় প্রশিক্ষণরত পাইলট। জানা গিয়েছে, নিহতেরা মুম্বইয়ের বাসিন্দা। একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে আরও এক বিমান চালকের। কী কারণে এই ঘটনা ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি।

কানাডা পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার চিলিওয়াক শহরে বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটে। পাইপার পিএ-৩৪ সেনেকা নামে দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিমানটি সেখানে ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই ভারতীয় প্রশিক্ষণরত পাইলটের। মৃত অভয় গাদ্রু এবং যশ বিজয় রামুগড়ে মুম্বইয়ের বাসিন্দা। এছাড়াও ওই বিমানে অন্য একজন চালকও ছিলেন। প্রাণ হারিয়েছেন তিনিও।

ঘটনার পর এক বিবৃতি পেশ করে কানাডা পুলিশ জানিয়েছে, 'ঘটনাস্থলটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত আর কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এলাকার মানুষদের জন্যও আর কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই।' তবে ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি। কানাডার পরিবহণ নিরাপত্তা বোর্ডের তরফে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality form well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in. Tender Notice No. 2046, Dt.04/10/2023** for Different Civil works under BEUP Scheme of this Municipal area. **Tender ID: 2023_MAD_587366_1 to 3**. Last Date of Bid Submission **31/10/2023 up to 17.00 Pm.**
S/D
Kamal Adhikary,
Chairman
Kanchrapara Municipality

ABRIDGED NIT
On behalf of **Herambagopalpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas dist. invites bids through etendering process for **Est. Cost. of Rs.1831484/-** (Excl. GST & Cess). vid **NIT No. 14/347 to 22/355/ XVFC TIED & UNTIED/NIT/ HGP/2023, dt. - 08.10.2023.** The last Date of submission of Bids is **14.10.2023 up to 2.00 p.m.** Please visit **https://wbtenders.gov.in** and SDO/BDO/GP Office.
Sd/- Pradhan,
Herambagopalpur GP.

e-Tender Notice
The Prodhan Baligram Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT Nos.: i) 10/2023, ii) 11/2023 & ii)12/2023, Dated:- 04/10/2023, 04/10/2023 & 05/10/2023** respectively. Last date of Bid submission: **11/10/23, 11/10/23, & 13/10/23** respectively **upto 06.00PM.** For details visit **website http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Baligram G.P.
Bhagwangola- II Block, MSD

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has invited by the Executive Officer, Serampore-Uttarpara Panchayat Samity for **NIT No.: 11/SU/2023-24 & Memo No.: 628/ SU, Date: 06.10.2023** for Roads, Drain, Repairing & Renovation works, 3 nos. Jalasatra, Madrasa Building etc. Last Date for Submission of Tender: **16.10.2023 up to 12:00 PM & 31.10.2023 up to 02:00 PM** respectively. **Tender ID No.: 2023_ZPHD_587449_1 to 14.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned Office.
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

Office of the Councillors
DUBRAJPUR MUNICIPALITY
P.O.- Dubrajpur, Dist- Birbhum
ABRIDGED TENDER NOTICE
Sealed tender/s is/are invited by the undersigned from bonafied, experienced agencies for the following:-
1. NIeQ No: 01 (3RD CALL)/AMRUT2.0/2023-24, Memo No 3302/DM/2023 DT:- 12.09..2023. No Tender Submission Closing date (On-Line) **04.10.2023 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line **07.10.2023 at 13.00 hrs.** Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website **"wbtenders.gov.in".**
Sd/- Chairman
Dubrajpur Municipality
Birbhum

Office of the
SAHEBNAGAR GRAM PANCHAYAT
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad
NIeT No. MSD/SAHGP/ JALANGI/ 02/2023-24, (Tied) vide Memo No. 516/ 1(12)/ SANGP, Dt. 04-10-2023. The last date of submission of bid (online) **13-10-2023 upto 5.00 pm.** For details please visit website- **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign
Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block

Office of the
SAHEBNAGAR GRAM PANCHAYAT
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad
NIeT No. MSD/SAHGP/ JALANGI/ 01/2023-24, (Un-Tied) vide Memo No. 515/ 1(12)/ SANGP, Dt. 04-10-2023. The last date of submission of bid (online) **13-10-2023 upto 5.00 pm.** For details please visit website- **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign
Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block

Office of the
Choa Gram Panchayat
P.O-Choa : P.S-Hariharpara : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :- 04/CGP/2023-24, 05/CGP/2023-24 & 06/CGP/2023-24 Date: 06/10/2023
Tender IDs-2023_ZPHD_588131_1, 2023_ZPHD_588131_1 & 2023_ZPHD_588256_1 to 2023_ZPHD_588256_10 & 2023_ZPHD_588472_1 , 2023_ZPHD_588472_2
Tenders are invited by the Prodhan, Choa Gram Panchayat, Choa, Hariharpara , Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works **(Roads/Drain/Building/Solar)** from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**
*** Information to bidders:**

Last date and time for down-loading of tender documents	16/10/2023 up to 5.00 P.M. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	16/10/2023 up to 5.00 P.M. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	30/10/2023 after 11.00P.M. (as per Server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:- Prodhan
Choa Gram Panchayat

মার্করামের দ্রুততম সেঞ্চুরি, রেকর্ডের মালা গেঁথে দক্ষিণ আফ্রিকার ৪২৮

নিজস্ব প্রতিনিধি: অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে প্রথম ২৬ ওয়ানডেতে ৩০০ ছাড়ানো ইনিংস ছিল মাত্র দুটি। যার সর্বশেষটি ২০১১ বিশ্বকাপে। সেই একই মাঠে আজ চার-ছক্কার বৃষ্টি ঝরিয়ে ৪১ ওভারেই ৩০০ ছুঁয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এমন দৃঢ় ভিত্তির পর দাঁড়িয়ে শেষ দিকে যেমনটি করার, এইডেন মার্করাম করেছেন সেটিই। বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্রুততম সেঞ্চুরি করে দলকে নিয়ে যান ৪০০,র ওপরে। বিশ্বকাপে দলীয় সর্বোচ্চর রেকর্ড ভেঙে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ পর্যন্ত তোলে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৪২৮ রান।

কুইন্টন ডি কক আর রেসি ফন ডার ডুসেনের পর মার্করাম;তিন সেঞ্চুরিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রেকর্ড গড়েছে প্রোটিয়ারা। বিশ্বকাপে এর আগে সর্বোচ্চ ৪১৭ রান ছিল অস্ট্রেলিয়ার, ২০১৫ সালে পার্থে আফগানিস্তানের বিপক্ষে হয়েছিল সেই রেকর্ড। এক ইনিংসে তিন সেঞ্চুরির ঘটনাও এটিই প্রথম।

অথচ টস হেরে ব্যাট করতে নামা দক্ষিণ আফ্রিকার শুরুটা ছিল অধিনায়ককে হারানোর ধাক্কা দিয়ে। দুই চারে দারুণ শুরুর ইঙ্গিত দেওয়া টেম্বা বাভুমা দ্বিতীয় ওভারেই ফেরেন দিলশান মাদুশঙ্কার বলে এলবিডব্লিউ হয়ে।

ডুসেনকে নিয়ে ডি ককের দ্বিতীয় উইকেট জুটির শুরুটা ছিল

সতর্কতার সঙ্গে। তবে একবার থিতু হতেই হাত খুলতে শুরু করেন দুজনে। প্রথম দশ ওভারে ৪৮ রান তোলা দক্ষিণ আফ্রিকা ২০ ওভার শেষে পৌঁছে যায় ১১৮ রানে, ত্রিশ ওভার শেষে ২০৬-এ।

৩১তম ওভারে পাতিরানাকে দুই চার মেরে বিশ্বকাপে নিজের প্রথম সেঞ্চুরিতে পৌঁছান ডি কক। ১২ চার ও ৩ ছয়ে ১০০ ছোঁয়ার পরের বলেই অবশ্য বল আকাশে তুলে ক্যাচ আউট হন ডি কক। ডুসেনের সঙ্গে ডি ককের জুটি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার যে কোনো উইকেটে সর্বোচ্চ।

ডি ককের পর ডুসেনও যখন ফেরেন, দক্ষিণ আফ্রিকার রান ৩৭.১ ওভারে ৩ উইকেটে ২৬৪। এখান থেকেই প্রোটিয়াদের ইনিংস চার শর দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজটি করেন মার্করাম ও ডেভিড মিলার। ৩৪ বলে পঞ্চাশ ছোঁয়ার পর লঙ্কান বোলারদের জন্য ত্রাসে পরিণত হন মার্করাম।

পাতিরানা, মাদুশঙ্কার বলে একের পর এক বাউন্ডারি মেরে পরের ১৪ বলেই তুলে নেন পরের পঞ্চাশ।

ইনিংসের ৪৬তম ওভারের পঞ্চম বলে মাদুশঙ্কাকে ছয় মেরে ৪৯ বলে পূর্ণ করেন সেঞ্চুরি। বিশ্বকাপ ইতিহাসে এটিই দ্রুততম সেঞ্চুরি। এত দিন দ্রুততম ছিল ২০১১ বিশ্বকাপে বেঙ্গালুরুতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আয়ারল্যান্ডের কেভিন ও'ব্রায়েনের ৫০ বলে সেঞ্চুরি।

ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে এইডেনের সেঞ্চুরিটি তৃতীয় দ্রুততম। ৩১ বলে সেঞ্চুরি নিয়ে সবার ওপরে এবি ডি ভিলিয়ার্স, ৪৪ বলে সেঞ্চুরি মার্ক বাউচারের।

শ্রীলঙ্কার বোলারদের মধ্যে মাদুশঙ্কার দুই উইকেটই সেরা বোলিং, যদিও ১০ ওভারে দিয়েছেন ৮৬ রান। অবশ্য প্রোটিয়াদের এমন ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের দিনে এমন রান খরচ করতে হয়েছে সব বোলারকেই।

আজ ৩ স্পিনার নিয়ে অজি ব্যাটিং বধ করার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে একদিনের সিরিজে জয়। টিম ইন্ডিয়ার আত্মবিশ্বাস বাড়লেও, অতীত পারফরম্যান্স নিয়ে ভাবতে রাজি নন রোহিত শর্মা। বরং চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামে প্যাট কামিন্সের দলকে হারানোর জন্য তিন স্পিনার নিয়েই নামবে 'মেন ইন ব্লু' ব্রিগেড। বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করার আগে সেই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন রোহিত।

অজিদের বিরুদ্ধে কাপ যুদ্ধের অভিযান শুরু করার আগে সাংবাদিক বৈঠকে এসেছিলেন রোহিত। চিপকের পিচ স্পিনারদের স্বর্গরাজ্য। তাই স্টিভ স্মিথ-ডেভিড ওয়ার্নারদের মহড়া নেওয়ার জন্য তিন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন-রবীন্দ্র জাদজার সঙ্গে কুলদীপ যাদবকে দেখা যেতেই পারে। সেই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন হিটম্যান।

রোহিত বলেন, তআমাদের দলে যে ভারসাম্য আছে, তাতে তিন স্পিনার মাঠে নামাতেই পারি। কারণ হার্দিক শুধু অলরাউন্ডার নয়, একজন পুরোপুরি পেস বোলার হিসাবেও নিজেকে মেলে ধরেছে।দ অবশ্য রোহিতের এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ আছে। কারণ চিপকে সেই ছোটবেলা থেকে খেলছেন। পরে আইপিএল-এ চেন্নাই সুপার কিংস দলের সদস্য ছিলেন। অক্ষর প্যাটেল চোট পাওয়ার পর অশ্বিনকে দলে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপ খেলতে নামার আগে নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছেন এই অভিজ্ঞ অফ স্পিনার। এহেন অশ্বিনকে যে রোহিত বাইরে বসিয়ে রাখবেন না। সেটা সবাই জানে। আর 'স্যর জাদেজা', চিপকে বল হাতে কেমন পারফরম্যান্স করেন সেটা তো ক্রিকেট দুনিয়া জানে। তাঁদের সঙ্গে যোগ হবেন আবার কুলদীপ যাদব। যিনি গত এশিয়া কাপ থেকে সোনার ফর্মে রয়েছেন। তাই এই তিন স্পিনার দিয়েই অজি ব্যাটিংকে বধ করতে চাইছে ভারত।

ব্যাডমিন্টনে ইতিহাস সা-চি জুটির

হানঝাউ: সকাল থেকে যেন শুধু সোনালি ঝলক। আর্চারি থেকে শুরু, কবাডিতে মেয়েদের পর এ বার ছেলেদের ব্যাডমিন্টন ডাবলসে সোনার অক্ষরে ইতিহাস লিখতে হচ্ছে। পিভি সিন্ধু, সাইনা নেহওয়াল, এইচএস প্রণয় ; যত বড় নামই থাকুক না কেন, কেউ যা করে দেখাতে পারেননি সা-চি জুটি তাই করে ফেলল। সিঙ্গলস, ডাবলস, টিম সব ধরলে এই প্রথম ব্যাডমিন্টন থেকে সোনা এল ভারতে। সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি ডাবলসে উড়িয়ে দিলেন কোরিয়ান জুটিকে। ২১-১৮, ২১-১৬ গেমে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতের দুই ছেলে। সোনাঝরা দিনে চতুর্থ স্বর্ণপদক ভারতের। সব মিলিয়ে ২৬টি সোনা এল হানঝাউ গেমস থেকে। পদকের সেঞ্চুরি করেও ক্লান্ত নন ভারতের অ্যাথলিটরা।

ইতিহাসের পাতায় সাত্বিক-চিরাগরা। কীভাবে ইতিহাস গড়তে হয় জানতে চাইলে হাসতে হাসতে উত্তর দেবেন সাত্বিক-চিরাগ। এশিয়ান গেমসে ব্যাডমিন্টনে

পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার শাটলারদের বিরুদ্ধে স্ট্রেট গেমে জিতেছেন সাত্বিক-চিরাগ। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ক্রমতালিকায় ডাবলসে সা-চি জুটি ৩ নম্বরে। তাঁরা হানঝাউ গেমসে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ক্রমতালিকায় ডাবলসে ১৫ নম্বরে থাকা চৌই ও কিমকে হারিয়েছেন। প্রতিপক্ষ কোরিয়ান জুটিকে রীতিমতো মেপে খেলছিলেন সাত্বিক-চিরাগ। প্রথম গেমে একটা সময় কোরিয়ানরা ৭-৯ এগিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে সাত্বিকরা পরপর পয়েন্ট তুলে নিয়ে স্কোর ১৩-১৩ করেন। এরপর কোরিয়ান শাটলার কিম ২ পয়েন্ট তুলে নেয়। চিরাগ এরপর ব্যবধান বাড়িয়ে ১৯-১৮ করেন। এরপর প্রথম গেম শেষ হয় ২১-১৮-তে। দ্বিতীয় গেমে একটু স্ট্র্যাটেজি বদল করেন সাত্বিক-চিরাগ। শেষ অবধি ২১-১৬ ব্যবধানে দ্বিতীয় গেমটাও জিতে নেন ভারতীয় শাটলাররা। ১৯৮২ সালের এশিয়ান গেমসে লেয়র-প্রদীপ জুটির হাত ধরে ব্রোঞ্জ এসেছিল ভারতে। এই প্রথম ব্যাডমিন্টনে সোনা ফলালেন সাত্বিক-চিরাগ।

সা-চি জুটি এশিয়ান গেমসে সোনা জেতায় এটিই ভারতের এশিয়াডে ব্যাডমিন্টনের সেরা পারফরম্যান্স হল। এ বার হানঝাউতে পুরুষদের ডাবলসে ১টি সোনা, পুরুষদের টিম ইভেন্টে ১টি রুপো এবং পুরুষদের সিঙ্গলস থেকে একটি ব্রোঞ্জ এসেছে। এর আগে জাকার্তা গেমস থেকে ভারতে ১টি রুপো ও ১টি ব্রোঞ্জ এসেছিল। ১৯৮২ সালের এশিয়ান গেমসে ৫টি ব্রোঞ্জ এসেছিল ভারতে।

কবাডিতে অষ্টম স্বর্গে ভারত, ঝামেলা ও ইরানকে টপকে সোনা পবনদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: তীব্র ঝামেলা। দুই আম্পায়ারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। এবং এক ঘণ্টা কোর্টেই গণঅবস্থান। ভারত-ইরান এশিয়ান গেমসের ফাইনাল ম্যাচ চুম্বকে এই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভারতেরই প্রাধান্য থাকল। ইরানকে হারিয়ে আবার সোনা জিতলেন পবন সেরাওয়াতরা। সব মিলিয়ে এশিয়ান গেমসে কবাডি থেকে ভারতে এল অষ্টম সোনা। জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ভারতের ঐতিহ্য ভেঙে দিয়েছিল ইরান। সেই ইরানিদের হারিয়েই জয় বাড়তি তৃপ্তি দিল ২৮তম সোনার গল্পে।

ইরানের বিরুদ্ধে লড়াই তীব্র চলছিল ভারতের। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে ২৮-২৮ স্কোর ছিল। পবন রেইডে গিয়েছিলেন ইরানের বক্সে। তখনই ঝামেলার সূত্রপাত। ইরানের বাস্তামি ভারতের পবনকে ট্যাকল করার সময় কোর্টের বাইরে চলে গিয়েছিলেন, এই নিয়েই যত বিতর্ক। কবাডির নিয়ম অনুযায়ী, বিপক্ষ টিমের রেইডের সময় কোনও প্লেয়ার যদি বাইরে বেরিয়ে যান এবং প্রতিপক্ষ টিমের প্লেয়ারকে ছুঁয়ে ফেলেন, তা হলে বিপক্ষ টিমের প্লেয়ারকে নট আউট দিতে হবে। দুই আম্পায়ার প্রথমে ভারতের রেইডের পয়েন্ট ইরানকে দিয়ে দেন। ভারত প্রবল ভাবে প্রতিবাদ করে। ইরানও পাল্টা প্রতিবাদ জানায়। নিয়ম ভারতের পক্ষেই ছিল। তা সত্ত্বেও ওই পয়েন্ট দুই টিমের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়। একঘণ্টা কোর্টেই কার্যত গণঅবস্থান করে দুই টিম। শেষ পর্যন্ত নিয়মের বই খুলে, রিপ্লে দেখে আম্পায়াররা ভারতকেই পয়েন্ট দেন। মাত্র ১ মিনিট বাকি ছিল খেলার। ইরান আর ভারতকে টপকাতে পারেনি। ৩৩-২৯এ ম্যাচ জিতে যায়। বিশ্ব কবাডিতে অন্যতম দুই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দল ভারত ও ইরান। আন্তর্জাতিক মঞ্চে যখনই এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা গিয়েছে। তা কবাডি বিশ্বকাপ হোক বা এশিয়ান গেমস বা দুবাই মাস্টার্সে সর্বত্রই এই দুই দলকে দুরন্ত লড়াই করতে দেখা যায়। এ বারের এশিয়ান গেমসে পুরুষ কবাডির সোনার পদক ম্যাচে সেই লড়াই আবার দেখা গেল।

বিশ্বকাপে দুরন্ত শুরু বাংলাদেশের আফগানদের দুরমুশ শাকিব ব্রিগেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে দুর্দান্ত শুরু করল বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারিয়ে দিল বাংলার বাঘেরা। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে আফগানিস্তান ভালো দল। আফগানদের লড়াইকে ভয় পায় যে কোনও দলই। সেই আফগানিস্তানকেই শনিবার হারিয়ে দিল বাংলাদেশ। আফগানরা প্রথমে ব্যাট করে তোলে ১৫৬ রান। পুরো ৫০ ওভার ব্যাট করতে পারেনি আফগানিস্তান। ৩৭.২ ওভারে শেষ হয়ে যায় তারা।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ ৩৪.৪ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ৯২ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে নেন শাকিবরা।

বিশ্বকাপে খেলতে আসার আগে বাংলাদেশ ক্রিকেটে বিতর্কের ঢেউ। এই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেই সিরিজের মাঝপথে তামিম ইকবাল আচম্বিতেই ঘোষণা করে দেন তিনি সব ধরনের ফরম্যাট থেকে অবসর নিচ্ছেন। তাঁর মানভঞ্জন করার জন্য হস্তক্ষেপ করতে হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

বিশ্বকাপে আসার ঠিক আগে আরেকপ্রস্থ নাটক। তামিমকে নিয়ে গৃহযুদ্ধ হয় বাংলাদেশের ক্রিকেটে। খবর ছড়ায় শাকিব আল হাসানের তীব্র আপত্তিতেই তামিম ইকবালকে ছাড়া ভারতের মাটিতে খেলতে আসে বাংলাদেশ। দেশে বিস্ফোরণ ঘটান তামিম। অধিনায়ক শাকিব আল হাসান বিস্ফোরক বাঁ হাতি ওপেনারের বিরুদ্ধে মুখ খেলেন। বিশ্বকাপ চলে যায় পিছনের সারিতে। গৃহযুদ্ধই বড় আকার ধারণ করে বাংলাদেশের ক্রিকেটে। ভারতের মাটিতে আসার পরেও সমস্যা পিছনে ছাড়েনি শাকিবদের। দলের অনুশীলেন চোট পান শাকিব। অনিশ্চিত হয়ে পড়েন আফগানদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে। কিন্তু শাকিব নামলেন শনিবার। বল হাতে তিন-তিনটি উইকেট নেন। ব্যাট হাতে অবশ্য বেশি রান করতে পারেননি চ্যাম্পিয়ন অলরাউন্ডার। ম্যাচ শেষ হওয়ার সামান্য আগে আউট হন শাকিব (১৪)।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের রাহমানিল্লাহ গুরবাজ ছাড়া কেউই বিশেষ রান করতে পারেননি। গুরবাজ ৬২ বলে ৪৭ রান করেন। তিনিই সর্বোচ্চ রান করেন। বাংলাদেশের বোলারদের সামনে আত্মসমর্পণ করেন বাকিরা।

সাইক্লিস্ট এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হলেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব-এ ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইক্লিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (ডব্লুবিসিএ) ৪-বছর পর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। তাদের এই নতুন গভর্নিং বডি নির্বাচনের সভায় উপস্থিত ছিলেন,

কেএসসিএইচ এর প্রতিষ্ঠাতা সৌরভ মুখার্জি।

গত বছর ডব্লুবিসিএ-র চেয়ারম্যান ছিলেন মদন মিত্র। সিএফআই থেকে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ কৌশল কিশোর সিং।

নতুন গভর্নিং বডির নির্বাচনের পর সৌরভ মুখার্জি ডব্লুবিসিএ এর এর চেয়ারম্যান,

রাজীব মেহরা ডব্লুবিসিএ এর সভাপতি এবং অভিজিৎ সেট ডব্লুবিসিএ-এর সচিব হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

বৃষ্টিতে বাতিল ফাইনাল, এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে সোনা জিতল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে ঐতিহাসিক সোনা ভারতের। শনিবার ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যেকার ফাইনাল ম্যাচ বৃষ্টিতে বাতিল হয়ে যাওয়ায় আইসিসি ক্রমতালিকায় উপরের দিকে থাকা দল হিসাবে সোনা জয় নিশ্চিত করল রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে খেলার সুবাদে রুপো পেল আফগানরা।

ফেভারিট হিসাবেই এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে নেমেছিল ভারতীয় পুরুষ দল। কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালেও ভারতীয়দের সেভাবে বেগ দিতে পারেনি নেপাল এবং বাংলাদেশ। ফাইনালেও শুরুটা ভাল করেছিল ভারতীয় দল। এদিন টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক রুতুরাজ। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আফগানিস্তানের স্কোর যখন ১৮ ওভার ২ বলে ৫ উইকেটে ১১২ রান, তখনই বৃষ্টি নামে।

চিনে স্পিন দাপট! শুরুতে তাই হল। বৃষ্টিতে কিছুটা দেরিতে শুরু হয় ভারত-আফগানিস্তান সোনার পদকের ম্যাচ। বাঁ হাতি পেসার অর্শদীপ সিং এবং শিবম দুবের ওপেনিং স্পেল। তিন ওভারের মধ্যে জুটিতে ২ উইকেট ভারতের দখলে। এরপরই স্পিনারদের আক্রমণে আনেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। ওয়াশিংটন সুন্দর, সাই কিশোর, শাহবাজ আহমেদ, রবি বিষ্ণোই। স্পিনারদের জন্য পিচ থেকে দারুণ সহায়তা। এতেই সমস্যায় পড়লেন ভারতের স্পিনাররা। হানঝাউয়ের ছোট মাঠ। লেন্থ একটু এদিন-ওদিক হলেই শাস্তি।

পাওয়ার প্লে-তে ৩ উইকেটে মাত্র ২৭ রান তোলে আফগানিস্তান। পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে ওয়াশিংটন সুন্দর লেন্থ ঠিক রাখতে পারলেন না। নয়তো আরও কম রানই হত। তবে দ্রুতই আফগানিস্তানের পাঁচ উইকেট নিয়ে বিপদে ফেলেছিল ভারত। শাহিদুল্লা কামালের সঙ্গে ইনিংস মেরামত করেন অধিনায়ক গুলবদিন নায়েব। ১৬ ওভারে আফগানিস্তানের স্কোর দাঁড়ায় ৮৯-৫। স্লগ ওভারে আরও বেশি রান যোগ করাই লক্ষ্য ছিল গুলবদিনদের। ১৮তম ওভারে অর্শদীপকে আনেন ঋতুরাজ। কিন্তু মাঠ ভেজা থাকায় বোলারদের পক্ষে বল গ্রিপ করাই চাপের হয়ে দাঁড়ায়। এর পর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা হলেও বৃষ্টি থামেনি। শেষ পর্যন্ত ফাইনাল ম্যাচ পরিত্যাক্ত ঘোষণা করেন আয়োজকরা। এশিয়ান গেমসের নিয়ম অনুযায়ী আইসিসির ক্রমতালিকায় উপরে থাকার সুবাদে ভারতকেই চ্যাম্পিয়ন বলে ঘোষণা করা হল। ফলে মহিলা ক্রিকেট দলের পর পুরুষ ক্রিকেট দলও সোনা জিতল। এই প্রথমবার এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট যুক্ত হয়েছে। আর প্রথমবারই গেমসে জোড়া সোনা জিতল টিম ইন্ডিয়া। তরুণ এই ভারতীয় দলের সোনাজয়ে উচ্ছ্বসিত সিনিয়র দলের ক্রিকেটাররাও। সিনিয়র দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা এদিন বলেছেন,দআমি নিজে কখনও সোনা জিততে পারিনি। রুতুরাজরা জিতেছে। ওদের শুভেচ্ছা।

এশিয়াডে ১০৭ পদক নিয়ে চতুর্থ স্থান ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুন ভারতকে দেখল হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমস। ইতিহাস গড়ে প্রথমবার এশিয়াডে পদকের সংখ্যার নিরিখে সেঞ্চুরি পার করা শুধু নয়, পদক তালিকাতেও ভারত শেষ করল রেকর্ড গড়েই। এশিয়ান গেমস পদক তালিকায় এবার ভারত শেষ করল চতুর্থ স্থানে। এর আগে মাত্র দু বার চতুর্থ স্থানের উপরে শেষ করেছে টিম ইন্ডিয়া।

হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমসে ভারত শেষ করল ১০৭টি পদক জিতে। এর মধ্যে সোনাই এসেছে ২৮টি। রুপো এসেছে ৩৮টি এবং ব্রোঞ্জ এসেছে ৪১টি। তিরন্দাজি, শুটিংয়ের মতো ইভেন্টে শুরু থেকেই ভাল পারফর্ম করে আসছে টিম ইন্ডিয়া। এবারেও এই দুই ইভেন্টে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন ভারতীয় তারকারা। স্রেফ শুটিংয়েই ভারত সোনা পেয়েছে ৮টি। তিরন্দাজিতে সোনা এসেছে ৬টি। চমকপ্রদভাবে এ বছর অ্যাথলেটিক্সে ভারত সোনা পেয়েছে ৬টি। রিলে রেস, স্টিপলচেজের মতো ইভেন্টে ঐতিহাসিক সোনা জিতেছে ভারত। এমনকী ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডেও এসেছে সোনা। এর বাইরে প্রত্যাশিতভাবে ভারত জোড়া সোনা জিতেছে কবাডিতে। এই প্রথমবার এশিয়াডে যুক্ত হয়েছে ক্রিকেট। প্রত্যাশিতভাবে ক্রিকেটেও এসেছে জোড়া সোনা। এর বাইরে টেনিস,

ব্যাডমিন্টন, স্কোয়াশের মতো ইভেন্টেও সোনা জিতেছে ভারত। এমনকী ঘোড়সওয়ারির মতো ইভেন্টেও এসেছে সোনা। সার্বিকভাবে খানিকটা হতাশ করেছে ভারতের কুস্তি এবং বক্সিং টিম। এই দুই ইভেন্টে প্রত্যাশামতো পারফর্ম করতে পারলে হয়তো পদক তালিকায় আরও উপরে শেষ করা সম্ভব হত। তবে সার্বিকভাবে ভারতীয় দলের এই পারফরম্যান্সে উচ্ছ্বসিত গোটা দেশ। এবারে ভারত শেষ করেছে চতুর্থ স্থানে। এর আগে মাত্র দু বার ভারত প্রথম তিনে শেষ করেছে। সেই প্রথম বার ১৯৫১ এশিয়াডে ১৫টি সোনা-সহ ৫১টি পদক নিয়ে ভারত দ্বিতীয় হয়েছিল। ১৯৬২ গেমসে ১০টি সোনা-সহ ৩৩টি পদক নিয়ে তৃতীয় হয়েছিল ভারত। আর এবার ২৮টি সোনা-সহ ১০৭টি পদক নিয়ে ভারত চতুর্থ হল। শুধু তাই নয়, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কোনও বড় স্পোর্টিং ইভেন্টে ১০০ পদকের সংখ্যা পার করল ভারতীয় দল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**